বংশমালা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীনীলকান্ত বসু কর্ত্তৃক

সংগৃহীত

ও

প্রকাশিত।

ময়মনসিংহ

চারু যন্ত্র—মুদ্রিত।

১২৯৪ সাল।

বিজ্ঞাপন।

ব্যক্তি মাত্রেরই আপনাপন বংশাবলী জানাও তাহার এক এক খানা বহি লিপিবদ্ধ করিয়া সযত্নে রক্ষা করা উচিত; বিশেষত আর্য্যবংশজাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ও বৈশ্য বর্ণের রাখা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ আর্য্যবংশোদ্ভবগণের যে কুলের গৌরব, জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব, বংশ পরম্পরাগত সদ্ব্যবহার ও সদাচার আছে তাহা জ্ঞাত থাকা ও সন্তানগণকে শিক্ষাদান করা উচিত। কারণ এই যে, তাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করে। যে ব্যক্তি আপন কুলগৌরব জ্ঞাত আছেন, তিনি আত্ম গৌরব রক্ষা ও উন্নতি সাধন করিতে সযত্ন হন; এবং যে ব্যক্তি পূর্ব্বপুরুষগণের সদ্ব্যবহার জানেন, তিনি আপনিও সদনুষ্ঠানে উদ্যোগী হন এবং অপকর্ম্ম করিতে তাঁহার সঙ্কোচ, লজ্জা, চিত্তগ্লানি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপথে নীত করে। তাহাতেই আর্য্য কায়স্থগণ যাঁহারা বঙ্গদেশে আগত হইয়া আদি বাসস্থান চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বংশাবলী ঘটক অর্থাৎ কুলাচার্য্যগণ রক্ষা করিতেছেন আর যে সকল আর্য্য সন্তানগণ বাজু প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে স্থাপিত হইয়াছেন, তাহারা যদিও কুলাচার্য্যের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন তথাপি প্রত্যেকেই হস্তে লিখিয়া একএক গ্রন্থ বহি আপনাপন ঘরে রাখিতেন। এই সুরীতি দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকিয়া সম্প্রতি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণ কেহ আর বংশাবলী লিখেন না, পূর্ব্ব পুরুষগণের লেখা বহি যে ছিল তাহা কালক্রমে গৃহদাহ হওয়ায় জ্বলিয়া গিয়াছে অথবা কীটে কর্ত্তন করিয়া বিনষ্ট করিয়াছে, সুতরাং বংশাবলীর বহি কাহার ঘরে পাওয়ার সম্ভব নাই, ক্বচিৎ কোন স্থানে যে এক আধখান বহি অথবা কয়েকটা মাত্র নাম লেখা আছে তাহা বৃদ্ধ মহাত্মাগণের যত্নে ও অন্যের অজ্ঞাতসারে রক্ষিত হইতেছে, সুতরাং তাহা অতি দুর্লভ।

আধুনিক আর্য্যসন্তানগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণী নব্য সম্প্রদায়ী দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাচীন সম্প্রদায়ী। এই উভয় সম্প্রদায়ি লোকই এই বিষয়ে প্রায় তুল্য, নব্য সম্প্রদায়ী সভ্য মহোদয়গণ বড় উদার স্বভাব; তাঁহাদের চন্দন ও বিষ্ঠায় তুল্য জ্ঞান। তাঁহারা বলেন সকল লোকই জগৎপিতা জগ-

…শ্বরের পুত্র, সকলেরই এক রক্ত মাংসের শরীর, জাতি ভেদ মিথ্যা, ছোট বড় সকলেই সমান। সুতরাং তাহাদের বংশাবলী রাখা নিষ্প্রয়োজন …য়াছে।

…হারা আধুনিক লোক অথচ প্রাচীন সম্প্রদায়ী বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা …র উদার স্বভাব নহেন। তাহারা কুলীন বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন বটে …বলী আলোচনা অথবা রক্ষা করেন না।

…র গৃহ দাহে পূর্ব্বতন বংশাবলী বিনষ্ট হওয়ায় পুনরায় সংগ্রহ করার জন্য … হইয়া অন্যূন দশ বৎসর ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিয়াও সংগ্রহ করিতে …নাম না; তৎপর কোন সদাশয় বিচক্ষণ বৃদ্ধ মহাত্মার নিকট মূলত …শ প্রাপ্ত হইয়া লিখিতে আরম্ভ করত: ক্রমে সংগ্রহ ও কোন কোন …হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া কিয়ৎ পরিমাণ লিপি করিয়াছি। …ক রাজা আদিশূরের যজ্ঞে আনীত পঞ্চ কায়স্থের জাতি, ধর্ম্মক্রিয়া …ক্ষেপে লিপি করিয়া কেবল রাজুগত কুলীন বসুবংশের বংশাবলী …ন্মধ্যে চক্রপাণির বসুর দ্বারা সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছি। কুলজ, …দগের এবং ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত বংশের বংশাবলী এ পর্য্যন্ত … করিতে পারিনাই বিধায় এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয় নাই।

আমার এই বক্তব্য যে, এই পুস্তকে শ্লোকাদি ও পূর্ব্ব পুরুষ-…ভাব যাহা কিছু লেখা হইয়াছে তৎসমুদয় প্রাচীন বহি হইতে …ছ, কোন অংশই স্বকপোল কল্পিত নয়। ঐ সকল শ্লোকাদির …দি কেহ কিছু বিরুদ্ধ কথা দেখিতে পান, তবে তজ্জন্য আমার …প ও অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না। আমি সবিনয়ে এই …রিতেছি।

…র নাম প্রথমভাগ বংশমালা রাখা হইল। যদি জগদীশ্বর …াণ রাখেন ও অন্য কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয় তবে …লিখিত বংশ সমস্তের বংশাবলী লেখার ইচ্ছা থাকিল ইতি।

শ্রীনীলকান্ত বসু উকীল
সাং ভাদড়া জেলা ময়মনসিংহ
হা সাং টাঙ্গাইল পং কাগমারি।

সূচীপত্র।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ পদ	শুদ্ধ পদ।
৬	৪	বাহুস্বোশ্চ	বাহ্বোশ্চ।
৭	৭	সংজ্ঞর্কঃ	সংজ্ঞকঃ।
১০	২	স্তথাদশ্লো	স্তথাদশ্নো।
১০	৬	বৃহৎ ব্রহ্মাখণ্ডে	বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ডে।
„	৭	যশ	যম।
„	৮	নীলস সংঙ্ক	নীল সংজ্ঞক।
„	৯	যানি	পদ্ম যোনি।
„	১৩	নাম্নাতত্ত্বংবং	নাম্নাত্বং
„	২৩	মাতৃকা প্রজা	মাতৃকা পূজা।
১১	৯	স্বসিজ্যাচ	ত্বমিজ্যাচ।
২১	২৫	শ্চন্দ্রোপালকৌ	শ্চন্দ্রপালকৌ।
২২	১১	দযালবত্বং	দয়ালত্বং।
„	„	ক্ষমাবত্ববং	ক্ষমাবত্বং।
„	১৪	ক্ষমাবত্ববং	ক্ষমাবত্বং।
২৩	৭	ভদ্র বংজ	ভদ্র বংশজ।
„	২১	ভদ্রোদিম্বরশ্চৈব	ভদ্রোদিগম্বরশ্চৈব
২৬	১৪	কাশ্যপ	কশ্যপ
„	১৯	কশ্বৈব	কশ্চৈব
২৭	১৮	মৃত কৌশিক	ঘৃত কৌশিকি
২৮	১৮	সমান্বিত	সমন্বিত
„	২২	স্তাব	স্তোব
৩০	১১	পদ্যনাভশ্চ	পদ্মনাভশ্চ
„	২৩	লক্ষ্মীধরাক্ষ্য	লক্ষ্মীধরাখ্য
৩৫	৬	কৌ র্নোঃ	কৌ গৌঃ
„	১২	এতেষ্টট্চ	এতেষ্টচ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ পদ	শুদ্ধ পদ
		২২।	২২।
৫৮	,,	যোগলকৃষ্ণ বসু	যুগলকৃষ্ণ বসু
		২০।	২০।
৬০	,,	রামকৃষ্ণ বসু	বিজয়কৃষ্ণ বসু
,,	,,	গণকপাড়া	গণকপাড়া
,,	,,	সিমুলিয়া বাস	সিমুলিয়া বাস
		২৩।	২০
৬১	,,	রামকৃষ্ণ বসু	রামকৃষ্ণ বসু,
		২১।	২১।
,,	,,	রামকৃষ্ণ বসু	রাজকৃষ্ণ বসু
		৯।	৯।
,,	,,	নাক বসু	শাইক বসু

শ্রীশ্রীহরির্জ্জয়তু।

বংশমালা।

এই সংক্ষিপ্ত সংগ্রহসারে কুলীন কায়স্থগণের বিষয় লেখাই প্রধান উদ্দেশ্য কাজেই অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ পঞ্চজনের বৃত্তান্ত আনুষঙ্গিক রূপে লেখা হইল।

এই একটী প্রবাদ আছে যে, রাজা আদিশূরের যজ্ঞে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই আদিকুলীন ব্রাহ্মণ, এবং যে পাঁচ জন কায়স্থ (বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত) আসিয়াছিলেন তাঁহারা আদিকুলীন কায়স্থ বটেন। তাঁহারা জন সমাজে চিরকাল সম্ভ্রান্ত, সদ্বংশজ সদাচারী, ক্ষমবান ও উচ্চপদস্থ বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। এস্থলে এই একটী প্রশ্ন সর্ব্ব সাধারণের অন্তঃকরণে স্বতঃই উপস্থিত হইতে পারে যে তাঁহারা কি জন্য আসিয়াছিলেন, আসিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশমর্য্যাদা কিরূপ, তাঁহারা কি জন্য কৌলীন্য পদ প্রাপ্ত হইয়া অপর কায়স্থগণের শির্ষ স্থানীয় হইয়াছেন।

বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পঞ্চকায়স্থ কি, জাতিতে ক্ষত্রিয়, বা বৈশ্য না শূদ্রই কায়স্থ উপাধি প্রাপ্ত, অথবা কায়স্থ কোন স্বতন্ত্র জাতি বটেন।

এই প্রশ্নের উত্তর — যে, এই পঞ্চকায়স্থ ক্ষত্রিয় রাজবংশোদ্ভব ছিলেন; এবং রাজা আদিশূরও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ছিলেন সত্য, * কিন্তু পতিত দেশে (বঙ্গদেশে) নিবাস বলিয়া তাঁহার ক্ষত্রোচিত তেজ ও সদাচারিত্ব ছিল না। এবং তাঁহার রাজ্য মধ্যে বেদজ্ঞ, ব্রহ্ম তেজে তেজস্বী ও যজ্ঞ দক্ষ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী শ্রুতিজ্ঞ রাজন্য কেহ ছিল না, সুতরাং কোন যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য কাণ্যকুব্জ হইতে যজ্ঞদক্ষ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আনয়ন করা তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল। কাণ্যকুব্জাধিপতি রাজা বীরসিংহের সহিত ক্রমে সাতবার যুদ্ধ হওয়ার পর সন্ধিস্থাপন হওয়ায় নিম্ন লিখিত শ্লোকে আদিশূর রাজা পত্র লিখিয়াছিলেন।

"সুকৃত সুকৃত সংহাঃ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ দক্ষা,
লপিত হত বিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিত সুগতবন্দে গৌররাজ্যে মদীয় যে,
দ্বিজ কুল বরজাতাঃ সানুকম্পা প্রয়ান্তু॥"

অর্থাৎ অনুগ্রহ পুর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রার্থে দক্ষ, বিপক্ষ পরাজয়ে সমর্থ দ্বিজ কুল সমুদ্ভব দ্বিজ পাঠাইবেন।

মহারাজ বীরসিংহ রাজা আদিশূরের পত্রার্থ আলোচনা করিয়া তাহার সভাস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর পরামর্শানুসারে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করার

---

* আদিশূরের দ্বিতীয় নাম বীরসেন; তিনি পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদিগের হস্ত হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণাংশদেশ স্বরাজ্যভুক্ত ও সেন রাজবংশের স্থাপন করেন।

২। কুলপঞ্জিকাগ্রন্থে আদিশূর রাজা ক্ষত্রিয় বংশ হংস বলিয়াবর্ণিত হইয়াছেন।

৩। বাখরগঞ্জ ও রাজসাহী জেলায় যে দুই খণ্ড তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সেনরাজগণ সোমবংশোদ্ভব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বটেন।

৪। আবুল ফাজেল আইন আকবরি গ্রন্থে সেনরাজগণকে কায়স্থ বলিয়াছেন।

সক্ষম দশটি দ্বিজ (পাঁচটি ব্রাহ্মণ ও বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পাঁচটি কায়স্থ) পাঠাইয়া ছিলেন। (ক)

ঐ দ্বিজগণ অতিশয় তেজস্বী ও শোভা সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা শ্রুতিজ্ঞ, যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ও প্রতিজ্ঞানসিদ্ধ এবং বর্ম্মাবৃত ও শস্ত্রধারী ছিলেন। তাঁহারা অশ্বারোহী সৈন্যসহ বেগবান্ অশ্বযোজিত শকটারোহণে উপস্থিত হইলেন। (খ)

পঞ্চ ব্রাহ্মণ গোয়ানে, ঘোষ, বসু, মিত্র অশ্বে ও গুহ শিবিকায় এবং দত্ত গজারোহণে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। (গ)

ঐ দ্বিজগণ অশ্বারোহী অসিকবচধারী হইয়া আসিয়াছিলেন। (ঘ) সুতরাং তাহাদের ব্রাহ্মণের কোনচিহ্ন না দেখিয়া এবং যুদ্ধ-বেশে আগত দেখিয়া রাজা আদিশূর বিষাদিত হইয়া সভয়ে একি, একি বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। (ঙ)

(ক) কান্যকুব্জ পতিধীরঃ পত্রার্থে বিধৃতসুধীঃ। বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যশ্চাভিমন্ত্রিতঃ। গৌরেশ্বরো মহারাজো রাজসূয় মনুষ্ঠিতং, তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজাদশ॥ ইতি কবিভট্ট শালিবাহনধৃতং।

দ্বিজার্থ—জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বেদপাঠাত্তু বিপ্রঃস্যাদব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

(খ) চলচ্চঞ্চলাশ্বালিযানাঃ প্রবানাঃ বহৎ শ্মশ্রু গুল্ফাতি শোভানলভাঃ। ক্রতুজ্ঞা শ্রুতিজ্ঞাঃ প্রতিজ্ঞান সিদ্ধাঃ, সবর্ম্মাশ্ব শস্ত্রাঃ প্রযতাঃ প্রযাণং॥ ইতি দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

(গ) গোয়ানাদাগতা বিপ্রা,অশ্বে ঘোষাদিকা স্ত্রয়ঃ। গজেদত্তকুল শ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃসুধীঃ॥ ইতি দক্ষিণ রাঢীয় কুলাচার্য্য কারিকা।

(ঘ) অসি কবচধনুংষি প্রাদধন্তঃ করেতে, প্রবর [illegible]গারূঢ়া অস্ত্রশস্ত্রৌঘবন্তঃ। নহি ধরণী সুরাণাং কিঞ্চিদাসাদ্যচিহ্নং [illegible]র্মিত কিমিতি কৃত্বা গচ্ছদন্তঃ পুরঃসঃ॥ ইতি দেবীবরঃ।

(ঙ) গোয়ানারোহিতান্ বিপ্রান্ খর্গচম্মাদিভিৰ্যুতান। পরিবেশান্ সমালোচ্য বিষাদো জায়তেহৃদি॥ ইতি দেবীবরঃ।

রাজা বিষাদিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজাকে আশী-র্ব্বাদ দেওয়ার জন্য যে নির্ম্মাল্য আনিয়াছিলেন, তাহা দিতে নাপারিয়া মল্লকাষ্ঠের উপরিভাগে রাখিয়াছিলেন। (চ) তাহাতে ঐ মল্লকাষ্ঠ সজীব হইয়া ফল পুষ্প সংযুক্ত হইল। (ছ) তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা আদিশূরের শরীর কাপিতে লাগিল। তখন তিনি দ্বিজ-সমীপে আসিয়া পদানত হইয়া বহুপ্রকার স্তবস্তুতি করতঃ আসন ও পাদ্য প্রদান করিলেন। (জ)

উক্ত দ্বিজগণ কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া পরিশেষে রাজা আদিশূরের সংকল্পিত যজ্ঞ সম্পাদিত করিলেন। যজ্ঞেতে এই কয়েকটি প্রধান বরণের আবশ্যক, যথা—ভূস্বামী, স্বস্তি, ঋদ্ধি, পুণ্যাহ এবং ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধার ও সদস্য। তন্মধ্যে ভূস্বামী, স্বস্তি, ঋদ্ধি ও পুণ্যাহ এই কয়েকটী বরণ উক্ত পঞ্চকা-য়স্থ (ক্ষত্রিয়গণ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহারা বিঘ্ন নিবারণ করিয়া যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজা আদিসূর যজ্ঞ [illegible]দনান্তে উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় ভাট অর্থা[illegible] তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহা অন্য স্থলে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণ কেবল তাহাদের নাম ও গোত্র নিম্নে লেখ গেল।

পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম	গোত্র
১। ভট্টনারায়ণ বন্দ্য বংশোদ্ভব	শাণ্ডিল্য
২। দক্ষ	কাশ্যপ
৩। বেদগর্ভ	সাবর্ণ
৪। ছান্দর	বাৎস্য
৫। শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ

(চ) অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞঃ ইতিজ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ আশীর্ব্বাদার্থ নির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরিস্থিতঃ॥ ইতি দেবীবরঃ।

(ছ) তদাকাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফল পল্লব সংযুতং। ইতি দৃষ্ট্বা নৃপস্তস্মিন্ কম্পান্বিতর্কলেবরঃ॥ ইতি দেবীবরঃ।

(জ) স্তোত্রঞ্চ বহুধা তেষামকরোৎ সনৃপোত্তমঃ। আসনং পাদ্য-মানীয দদৌ বিনয পূর্ব্বকং॥ ইতি দেবীবরঃ।

পঞ্চ কায়স্থের নাম	গোত্র
১। দশরথ বসু	গৌতম
২। মকরন্দ ঘোষ	শৌকালীন
৩। বিরাট গুহ (নামান্তর) দশরথ গুহ	কাশ্যপ
৪। কালিদাস মিত্র	বিশ্বামিত্র
৫। পুরুষোত্তমদত্ত	মৌদগল্য

উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ স্বর্ণ ও গ্রামাদি বহুবিধ মূল্যবান দ্রব্য তুল্য ভাবে প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে অপবিত্র বঙ্গদেশে * গমন করায় এবং হীন জাতির দান গ্রহণ করায় প্রায়শ্চিত্য করিয়া পবিত্র হইলেন কিন্তু সম্মান সহ সমাজে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা কলঙ্কিত ভাবে অবনত হইয়া সমাজে থাকাপেক্ষায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করা উচিত, এই স্থির করিয়া তাঁহারা মহারাজ বীরসিংহের নিকট গৌরে-শ্বরের রাজ্যে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহারাজ বীরসিংহ তাহাতে সম্মত হইয়া আদিশূরের নিকট পত্র লিখিলেন। আদিশূর ঐ পত্রের উত্তরে তাহাদিগকে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিবেন স্বীকার করায় বীরসিংহ ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থকে সস্ত্রীক ও ভৃত্যগণ সহ পুনর্বার প্রেরণ করিলেন ‡ কায়স্থ হইলেন। উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ পুনরায় বঙ্গদেশে আসিয়া বারঙ্গা চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ও উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

কায়স্থের জাতি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নির্ণয়।

"কঃপ্রজা পতিরাখ্যাত আযোবাহুস্তথৈবচ, তত্রস্থস্তৎ সমুদ্ভূত কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ" ॥ ইতি পরাসরীয় কুলানব।

---

* অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষুচ। তীর্থযাত্রাং বিনাগচ্ছ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

‡ মহারাজ রাজ আদিশূর মহাত্মা, ত্বযাবীরসিংহস্য মেহস্তাদি সখ্যং। তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়াসি দ্বিজান পঞ্চ গোত্রান্ সদারাদিভৃত্যান ॥

ইতিবঙ্গ কুলাচার্য কারিকা

শ্লোকার্থ—ক শব্দে প্রজাপতি (ব্রহ্মা) আয শব্দে বাহু স্থ শব্দে স্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মের বাহুতে থাকিয়া উদভব এইহেতু কাযস্থ, জাতিতে কাযস্থ নহে, কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত।

"বাহুস্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতিতলে। চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগমণ্ডলে চৈত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপর্কঃ। ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ"॥ তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞশ্চিত্র কূটাচলাধিপঃ॥ ইতি আপস্তম্ভ শাখা—

শ্লোকার্থ—ব্রহ্মার বাহুজাত ক্ষত্রিয়ই জগতে কায়স্থ সংজ্ঞায় অভিহিত। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে এবং বিচিত্র নাগলোকে অবস্থিতি করিলেন। চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ চিত্রকুট পর্ব্বতের অধিপতি হইলেন। তিনি গৌতম ঋষির শিষ্য ছিলেন।

ভবিষ্য পুরাণমতে।

"শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষামি কায়স্থোৎপত্তি কারণং। নশ্রুতং যৎত্বয়া পূর্ব্বং তন্মে কথযতঃ শৃণু॥ অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ। যথা সৃজৎ পুরাবিশ্বং কথযামি তব প্রভো॥ মুখতোস্য দ্বিজা জাতাবাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়স্তথা। উরুভ্যাঞ্চ তথাবৈশ্যাঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রাঃ সমুদ্ভবাঃ"॥

ততঃ।

"দশবর্ষ সহস্রানি দশবর্ষ শতানিচ। ততঃ সমাহিত মতের্যদ্ভূতং তদ্‌বদামিতে॥ তচ্ছরীরান্ মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমল লোচনঃ। কম্বুগ্রীবোগূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্র নিভাননঃ॥

লেখনী ছেদনীহস্তো মসী পাত্রঞ্চ সংযুতঃ। নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽ ব্যক্তজন্মনঃ ॥ উত্তমঃ সুবিচিত্রাঙ্গো ধ্যান স্তিমিত লোচনঃ। ত্যক্ত্বা সমাধিং গাঙ্গেয় তংদদর্শ পিতামহঃ॥ অধোহর্দ্ধন্ত মবীক্ষ্যাথ পুরুষশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ ইত্যাকর্ণ্য ততোব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজং। প্রহৃষ্য প্রত্যুবাচেদ মানন্দিতমতিঃ পুনঃ। স্থিরচিত্তং সমাধায় ধ্যানস্থ মতিসুন্দরং মচ্ছশরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ॥ চিত্রগুপ্তেতি নাম্না-বৈখ্যাতোভুবি ভবিষ্যসি॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা। স্থিতির্ভবতুতে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্যনিশ্চলাং। ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয় যথাবিধি। প্রজা সৃজস্বভো পুত্র ভুবিভার সমন্বিতঃ॥ তস্মৈদত্ত্বা বরংব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

পুলস্ত উবাচ।

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণুতান্ কথয়ামিতে।
শ্রীমদ্রা নাগরা, গৌরা, শ্রীবৎসাশ্চৈবমাথুরা।
অহিফেণা, সৌরসেনাঃ সৈরসেনাস্তথৈবচ।
বর্ণাবর্ণ দ্বয়ঞ্চৈব অম্বষ্ঠাদ্যাশ্চ সত্তমঃ॥

শ্লোকার্থ—ভীষ্ম ত্রিকালজ্ঞ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ পুলস্তের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন এক্ষণ আমি কায়স্থ জাতির উৎপত্তির কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি। যাহারা বৈষ্ণব, দানশীল, পিতৃযজ্ঞ পরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের রসজ্ঞ, আত্মীয় স্বজনের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক এই কায়স্থদিগের বিষয় সবিস্তর বর্ণন করুণ।

পুলস্ত বলিলেন, যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করিয়া এক্ষণ

পালন কবিতেছেন, প্রকাশ কবিলেন, সেই অব্যক্ত পুরুষ ব্রহ্মা যেরূপ পূর্ব্বে জগৎ সংসাব সৃষ্টি কবিলেন তাহা বর্ণন কবিতেছি।

ব্রহ্মাব মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। পবে ব্রহ্মা একাদশ সহস্র বৎসব নিঃশ্বাস বায়ু বোধ কবিয়া প্রশান্তভাবে সমাধিস্থ হইয়া বহিলেন। তাহাব পব সমাহিত মতি ব্রহ্মাব শবীব হইতে মহাবাহু, শ্যামবর্ণ অর্থাৎ (তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভ) পদ্ম পলাশ লোচন কম্বুগ্রীব, গূঢ়মস্তক পূর্ণচন্দ্র সদৃশানন লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র হস্তে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মাব সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। পিতামহ ধ্যান ত্যাগ কবিয়া সেই বিচিত্রাঙ্গ ও ধ্যান স্তিমিতনেত্র পুরুষোত্তমকে আপাদমস্তক দর্শন কবিতে লাগিলেন। তখন সেই পুরুষ ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে তাত আমাব নাম ও কর্ত্তব্য কার্য্যাদি নির্দ্দেশ করুণ।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় শবীব জাত সেই পুরুষকে কহিলেন। যেহেতু তুমি আমাব কায়ে উৎপন্ন হইয়াছ, সেই হেতু কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে। তুমি পৃথিবীতে চিত্রগুপ্ত নামে বিখ্যাত হইবে। লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচাবার্থ তুমি যমপুবীতে বাস কব। হে বৎস আমাব আদেশে তুমি ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন কবিবে। হে বৎস তুমি পৃথিবীতে প্রজাবর্দ্ধনে নিযুক্ত হও। ব্রহ্মা তাহাকে এই বব প্রদান কবিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পুলস্ত কহিলেন চিত্রগুপ্তেব বংশে শ্রীমন্ত, নাগব, গৌব, সৌবসেন, সৈবসেন, শ্রীবৎস, মাথুব, অহিফেন, বর্ণাবর্ণদ্বয় এবং অম্বষ্ঠাদি জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

“পুত্রান্ বৈস্থাপযামাস চিত্রগুপ্ত মহীতলে। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকজ্ঞ চিত্রগুপ্ত মহামতিঃ। ভূস্থান বোধযামাস সর্ব্বসাধনমুত্তমং! পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজ্ঞসাধনং॥ বর্ণানাং ব্রাহ্মণাঞ্চ সর্ব্বদাতিথী সেবনং। প্রজাভ্যঃকরমাদায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিলোকনং॥ কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন পুত্র স্বর্গস্থকাম্যযা।”

শ্লোকার্থ—ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচাবজ্ঞ চিত্রগুপ্ত, পুত্রদিগকে সর্ব্বসাধন ভূস্থান নির্ণয় শিক্ষা দিয়া ও তদনুসাবে তাহাদেব উপবি লিখিতরূপ নামকবণ করিয়া পৃথিবীতলে প্রতিষ্ঠিত কবিলেন, এবং তাহাদেব এই কযেকটি কর্ত্তব্য কার্য্য

নির্দ্ধাবণ করিয়া দিলেন। দেবতাগণের পূজা, পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ যজ্ঞাদিব অনুষ্ঠান সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণেবও অতিথীগণের সেবা, প্রজাদিগের নিকট কব গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যেব বিচার প্রভৃতি।

পদ্মপুরাণ মতে কায়স্থের উৎপত্তি।

" সৃষ্টাদৌ সদসৎকর্ম্ম গুপ্তয়ে প্রাণিনাংবিধি।
ক্ষণংধ্যানংস্থিতস্যাস্য ব্রহ্মকায়াদ্ বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপপুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতোধর্ম্মরাজ সমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্ম লেখ্যায সনিরূপিতঃ।
ব্রহ্মণাতিন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবোগ্নোর্যজ্ঞভুক্ সবৈ ॥
ভজনাশ্চ সদাতস্মাদাহুতি দীয়তেদ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়াদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থবর্ণ উচ্চতে।

শ্লোকার্থ—সৃষ্টি প্রকবণ জিজ্ঞাসাব উত্তরে পদ্মপুবাণে লিখিত আছে; প্রাণিদিগের সদসৎকর্ম্ম অবগত হইবার জন্য ব্রহ্মা কিছুকাল ধ্যানস্থ হইয়া পবে আপনাব কায় হইতে মসীপাত্র লেখনিধাবী দিব্যরূপ একজন পুরুষ উৎপত্তি কবিলেন। তাহাব নাম চিত্রগুপ্ত। তিনি প্রাণিগণের সদসৎ কার্য্যেব লেখ্যকর্ম্মে নিযুক্ত বহিলেন। এবং দেবাগ্নি, হোম, এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণেব অধিকাবী হইলেন। দ্বিজগণ তাহাকে আহুতি প্রদান ও অর্চ্চনা কবিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মাব কায় হইতে উদ্ভব বশতঃ জাতিতে কায়স্থ হইলেন। তাঁহার বংশধব কায়স্থগণ নানা গোত্রাবম্বী পৃথিবীতে রহিয়াছেন।

কুলপীযুষ প্রবাহ।

নির্ম্মায় ভুবনং রাজন্ ব্রহ্মালোক পিতামহঃ সৃষ্টিং কৃত্বা বিধানেন কার্য্য কারণ মুত্তমং ॥ নির্ম্মায় বহুল পুত্র প্রণিজাতং তথৈবচ। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং নির্ম্মিতঃ পদ্ম-যোনিনা ॥

যমশ্চ ধর্ম্মরাজশ্চ মৃত্যুরন্তক এবচ। বৈবস্বত স্তথা কালঃ সর্ব্বভূত বিনাশকঃ ॥ ঔরম্বর স্তথাদথ্নোনীল সংজ্ঞক স্তথৈবচ। পরমেষ্ঠী তথাচিত্রো বৃকোদর ইতি শ্রুতঃ ॥ চিত্র গুপ্তো মহীপালঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরায়ণ। প্রজাপতে স্তনূদ্ভূতো ব্রাহ্মণ সদৃশো মতঃ ২ ॥

শ্লোকার্থ—বৃহৎ ব্রহ্মা খণ্ডে লিখিত আছে, পিতামহ ব্রহ্মা কার্য্য ও কারণ দ্বারা সৃষ্টি করিয়া বহুবিধ প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের নিমিত্ত যশ, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূত বিনাশক, ঔবম্বর, দধ্ন, নীলসংজ্ঞ, পরমেষ্ঠী, চিত্র বৃকোদর, চিত্রগুপ্তকে যানি আপন তনু হইতে উৎপন্ন করিলেন। তাহারা **সর্ব্ব ধর্ম্ম** পরায়ণ এবং ব্রাহ্মণের তুল্য মতিমান্ ও ব্রহ্মধর্ম্ম পরায়ণ হইলেন।

বিজ্ঞান তন্ত্রের মত।

ব্রহ্মোবাচ।

নাম্নাতত্ত্বংবং চিত্রগুপ্তোহসি মমকায়াদভূর্যতঃ। তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতি র্লোকে তব ভবিষ্যতি ॥ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন। অতোভবেযুঃ সংস্কারা গর্ভধানাদিকাদশ।

শ্লোকার্থ—বিজ্ঞাতন্ত্রে লিখিত আছে; ব্রহ্মা বলিয়াছেন তুমি আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইলে তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইল। সর্ব্বলোকে তোমাকে কায়স্থ বলিবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ কথন শূদ্র নহে, এজন্য তোমার গর্ভাধানাদি দশসংস্কারের ব্যবস্থা হইল।

(দশ সংস্কার) ১। গর্ভাধান, ২। তিন মাসে পুংসবন, ৩। অষ্টম মাসে সীমন্তোনয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নিষ্ক্রমণ, ৬। নামকরণ, ৭। অন্নপ্রাশন, ৮। চূড়াকরণ, ৯। উপনয়ন, ১০। গায়ত্রী দীক্ষা ব্রহ্মচর্য্য বেদধ্যয়ন যথাবিধি গুরুকুলে বাস পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও গায়ত্রী জপ। ১০। মাতৃকা পূজা বসুধারা ও নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ করতঃ দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হওয়া।

স্মৃতির মত।

"গঙ্গানতোয়ং কনকং নধাতু, তৃণং নদর্ভঃ পশবোনগাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়ঃ সমুদ্ভবাচ্চ, কায়স্থ বর্ণা নভবন্তি শূদ্রাঃ ॥"

শ্লোকার্থ—যেমন গঙ্গা, জল নহে ব্রহ্মস্বরূপ; সুবর্ণ ধাতু নহে নারায়ণ স্বরূপ; দর্ভতৃণ নহে পবিত্র স্বরূপ; গাভী পশু নহে দেবী স্বরূপ; তদ্রূপ কায়স্থ বর্ণ শূদ্র নহে ক্ষত্রিয় স্বরূপ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধানেও ক্ষত্রিয় পর্য্যায় কায়স্থ পদ উক্ত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে

"শৌচমাস্তিক্য মভ্যাসো বেদেষু গুরুপূজনং।
প্রিয়াতিথি স্বসিজ্যাচ ব্রহ্ম কায়স্থ লক্ষণং ॥

শ্লোকার্থ—চিত্রগুপ্তের সন্তানগণ শুচী, আস্তিক, বেদাভ্যাসে রত গুরু-পূজাসক্ত, অতিথি সেবা ও যাগাদি কর্ম্ম-প্রিয়।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র সকল আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম কায়স্থ দিগের বৃত্তি রাজ্য শাসন, প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ ও সকলের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করা এবং একি আচার এবং এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং হিন্দু ধর্ম্ম গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে বাহুজাত ক্ষত্রিয়ই জগতে কায়স্থ সংজ্ঞায় উৎপন্ন হইয়াছেন। তখন ব্রহ্ম কায়স্থগণ ও ক্ষত্রিয় যে এক জাতিয় এক বর্ণ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

এই সকল গ্রন্থে লিখিত আছে যে ব্রহ্মা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতি সৃষ্টি করিয়া কতক কাল পরে কায়স্থ (চিত্রগুপ্তকে) সৃষ্টি করিলেন। ঐ কায়স্থবংশধরগণ জাতিতে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন।

এস্থলে এই তর্ক সাধারণের মনে উদিত হইতে পারে যে, ক্ষত্রিয় জাতির একবার সৃষ্টি হওয়া সত্বে পুনরায় ক্ষত্রিয় সৃষ্টির প্রয়োজন কি? এবং ক্ষত্রিয় জাতির কায়স্থ সংজ্ঞা হইবারইবা তাৎপর্য্য কি?

এই প্রশ্নের মীমাংসা এই যে প্রথমতঃ সত্য যুগে লেখাপড়ার আবশ্যক

ছিল না, কারণ, লোক সকল পরম ধার্ম্মিক ও অত্যন্ত মেধাবান ছিলেন। তাহাদেব স্মবণ শক্তি এমত প্রবল ছিল যে ধর্ম্ম, আচাব, বীতি, নীতি প্রভৃতি সমস্তই স্মৃতিপথে সর্ব্বদা জাগরুক থাকিত। সত্যযুগে পুণ্য ও পূর্ণপাদ ছিল। সত্যযুগের শেষে ও ত্রেতাযুগেব প্রাবম্ভে পুণ্য একপাদ কম হইল, এবং শক্তিও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইল, সুতবাং ধর্ম্ম আচাব, বীতি নীতি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কবিবাব প্রযোজন হইযা উঠিল। সেই জন্যই চিত্রগুপ্ত লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র হস্তে কবিযা কাযস্থ সংজ্ঞায় উৎপন্ন হইলেন। তদবধি লেখাপড়াব নিযম প্রবর্ত্তিত হইল। *

দ্বিতীয়ঃ এই যে, ক্ষত্রিযজাতি ভিন্ন বাজ্য শাসন ও ধর্ম্মবক্ষা হওযা অন্য কোন জাতি দ্বাবা সুসম্পন্ন হওয়াব সম্ভাবনা নাই, এবং অন্য কাবণ বশতঃ ক্ষত্রিয উপাধি গোপণ বাখিয়া কায়স্থ উপাধি হওযাব প্রযোজন ছিল। পবশুবাম একবিংশতি বাব পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় কবিবাব প্রতিজ্ঞা কবিয়া অনেক বাব পৃথিবীকে ক্ষত্রিয শূন্য কবিবাছিলেন। তাহাতে পৃথিবী সমস্ত বাজ্য বাজশূন্য হইয়া অবাজক উপস্থিত হইযাছিল। সুতবাং সেই সময় পৃথিবীব বক্ষাব জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কায়স্থ উপাধি প্রদান কবিয়া ক্ষত্রিয প্রধান চিত্রগুপ্তকে সৃষ্টি কবিয়াছিলেন।

পবশুবাম যে যে সময ক্ষত্রিয বিনাশ কার্য্যে ব্রতী হইযাছেন, সেই সেই সময় বহু ক্ষত্রিয সন্তান ক্ষত্রিয উপাধি গোপন কবিযা অন্য উপাধি প্রকাশ কবতঃ প্রাণবক্ষা কবিয়াছেন, যেমন কোচ্ বাজবংশীয ইত্যাদি॥

স্কন্দপুবাণে লিখিত আছে ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন বাজাব গর্ভবতী বনিতা পবশুরামেব ভযে দালভ্য মুনিব আশ্রমে শবণ গ্রহণ করিলে পবশুবাম তাহা জানিতে পাবিযা সেই স্থানে যাইযা ঐ গর্ভস্থ সন্তান বিনাশ কবাব অভিপ্রায় প্রকাশ কবিয়াছিলেন। তাহাতে দালভ্য মুনি বলিলেন, আমি বব প্রদান করিযাছি গর্ভস্থ সন্তান কাযস্থ হইবে॥ পবশুবাম বলিলেন সন্তান কাযস্থেব ক্রিযা সম্পন্ন

---

* পীড্যমানাঃ প্রজাবাক্ষৎ কায়স্থশ্চ বিশেষতঃ। কাযস্থ লেখকাগণ্যা স্তএব রাজবল্লভাঃ॥ ইতি যাজ্ঞবল্ক্য।

দণ্ডধৃত্তান্ নবাণ্ কর্ব্বন্ ধর্ম্মজ্ঞানার্থ সাধকান্। লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যৈ হিতৈষিণঃ॥ ইতি বৃহৎ পবাশব স্মৃতিব উক্তি।

হউক এই বলিয়া নিবস্ত হইলেন। ঐ গর্ভস্থ সন্তান কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল, তাহাব বংশধবগণ দালভ্য গোত্র কায়স্থ বলিযা বিখ্যাত।

ত্রযোদশ মনু বৌচ্য মনু ছিলেন, তাহাব পবে চিত্রগুপ্তেব উৎপত্তি হয়, তিনিই চতুর্দ্দশ মনু ও চতুর্দ্দশ যম অর্থাৎ বৈবস্বত মনু এবং তিনিই চতুর্দ্দশ আখ্যায বিবাজিত হইযাছেন। তাহা কুলপীযুষ প্রবাহের বচনে ইতিপূর্ব্বে দর্শান হইয়াছে। যমতর্পণেও এই স্পষ্টতঃ প্রকাশ আছে যথা——

যমায় ধর্ম্ম রাজায় মৃত্যবে চান্তকাযচ, বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায়চ। ঔরম্বরায় দধ্নায় নীলায় পর মেষ্টিনে। মৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈনমঃ ॥

মহাভাবত আদিপর্ব্বে লিখিত আছে বিবস্বান্ সূর্য্য তৎপুত্র বৈবস্বত মনু, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ যম, চিত্রগুপ্ত। এই মনুব পুত্রগণই মানব হইয়াছেন।

বৈবস্বতমনু
বেণ ধৃষ্ণু নবিষ্টন্ নাভাগ ঈক্ষাকু কারুষ ইলা শর্য্যাতি পৃষধ্র নাভাগারিষ্ট
এই ঈক্ষাকু হইতেই সূর্য্যবংশীয়
এবং ইলা হইতে চন্দ্রবংশীয়ক্ষত্রিয়
রাজগণের বংশ বিস্তার হইয়াছে।
পুরুরবা
আয়ু
নহুষ
যযাতি
যদু তুর্ব্বসু দ্রুহ্য অনু পুরু
প্রবীর ঈশ্বর রৌদ্রাশ্ব
মনস্যু
শক্ত সংহনন বাগ্মী
ঋচেয়ু কক্ষেয়ু বীর্য্যবান কৃকেয়ু স্থণ্ডিলেয়ু বনেয়ু জলেয়ু তেজেয়ু সত্যেয়ু ধর্ম্মেয়ু
মতিনার
তংসু মহান্ অতিরথ দ্রুহ্য
ইলিন্
দুষ্মন্ত শূর ভীম প্রবসু বসু
মহারথ প্রত্যগ্রহ কুশাম্ব মবেল্ল যদু মৎস্য
(মনীবাহন)

এই বসুচেদী রাজ্যের অধিপতি, তাহার অন্য নাম উপরিচর রাজা; ইহাঁর পুত্র মৎস্য রাজ, এবং কন্যা মৎস্যগন্ধা (পদ্মগন্ধা সত্যবতী)

প্রস্তাবিত মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখা যায় যে বৈবস্বত মনু অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের বংশধরগণ কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াও অধিকাংশ ক্ষত্রিয় নামে বিখ্যাত হইয়া রাজ্য শাসন ও যুদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাহাদের কায়স্থ উপাধি প্রায় কোন স্থলে দেখা যায় না। তাহার কারণ এই যে, মহাত্মা পরশুরামের ভয় তৎকালে ছিল না। ভার্গব পরশুরাম ত্রেতা যুগের প্রায় মধ্য ভাগেই একবিংশবার ক্ষত্রিয় বিনাশ কার্য্য শেষ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ করতঃ তিনি তপস্যা কার্য্যে নিরত হইয়াছিলেন। সুতরাং পরশুরামের তপোনুষ্ঠানের পর ক্ষত্রিয় জাতির বিনাশ ভয় না থাকা হেতু ক্ষত্রিয় উপাধি প্রকাশেই রাজ্য শাসন ও যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পন্ন করিয়াছেন। এই জন্য অধিকাংশ ক্ষত্রিয় সন্তানের কায়স্থ উপাধি দেখা যায় না। কেবল তৎকালে যাহারা লেখাপড়ার কার্য্যে অর্থাৎ রাজমন্ত্রী বিচারক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহাদেরই কায়স্থ উপাধি ক্রমাগত চলিয়া আসিয়াছে।

কালক্রমে আর্য্য ক্ষত্রিয় সন্তানগণের রাজত্ব তিরোহিত হইয়া মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইলে উক্ত ক্ষত্রিয় সন্তান কায়স্থগণ যবন রাজগণের মন্ত্রীত্ব প্রভৃতি প্রধান পদ গ্রহণে নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইলে, অনেকে লালা (লাল শব্দের অর্থ মণিমাণিক্য) উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিখ্যাত হইয়াছেন।

পশ্চিম দেশীয় কায়স্থগণের বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত ইত্যাদি উপাধি পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে কেবল তাহাদের সামাজিক কার্য্যে ঐসকল উপাধি ব্যবহার ও তদনুসারে বংশমর্য্যাদা প্রকাশ হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যবহারে লালা ও সিংহ উপাধিতে কথিত হইতেছে। তাহাদের এখনও যজ্ঞোপবিত আছে এবং ক্ষত্রিয় উপাধি ধারী জনগণের সঙ্গে কোন স্থলে সমকক্ষতা ও কোন স্থলে প্রতিযোগিতা করিয়া সামাজিক ব্যবহার করিতেছেন।

এক্ষণ রাজা আদিশূরের যজ্ঞোপলক্ষে আনীত যে পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গে ও রাঢ়ে বাস করিয়া রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক কুলীন, মৌলিক (মধ্যল্য) উপাধি

প্রাপ্ত হইয়া অপর সকলের (গৌর কায়স্থগণের) শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছেন; তাঁহাদের বংশ মর্য্যাদার ও কৌলীন্য মধ্যল্য প্রভৃতি পদ প্রাপ্তির বৃত্তান্ত প্রকাশ করা আবশ্যক।

যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজা আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় অবগত হইবার জন্য বিবিধ সম্মান পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব নাম গোত্র ও বংশের পরিচয় প্রদান করিলেন। অনাবশ্যক বলিয়া ঐসকল বিষয় এস্থলে বর্ণিত হইল না। তৎপর পঞ্চ কায়স্থ নিম্নলিখিত রূপে স্বীয় স্বীয় বংশের পরিচয় ও প্রতাপ ব্যক্ত করিলেন। রাজা ও প্রধান পুরুষ দিগের স্বয়ং পরিচয় দিবার প্রথা নাই, অতএব বন্দীগণ (ভাট) কর্ত্তৃক ইহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

আদৌ বসু বংশের পরিচয়।

বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তিণো, বসুতুল্যা স্ববংশ সম্ভবাঃ ।। বসুধা বিদিতা গুণার্ণবৈর্ণিযতং তেজস্বিনো ভবস্তনঃ দশরথ বিদিতো জগতিতলে, দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথম কুলে ।। দশ দিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী; বিজয়তে বিভবৈঃ কুল সাগরে। (ইতি অষ্টসিদ্ধি মৌলিকা)

শ্লোকার্থ—পৃথিবীতে বসুগণ সদৃশ প্রতাপশালী বসু নামে এক চক্রবর্ত্তী নরপতি ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ বসু নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাগুণবলে সমস্ত বসুধাতলে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা চিরকাল তেজস্বী, সেই বংশের প্রথম কুলজাত, ইহাঁর নাম দশরথ। এই দশরথ কীর্ত্তিবলে দশদিক্ জয়ীদিগকেও জয় করিয়াছেন। এই দশরথই প্রভাববলে কুল সাগরে সর্ব্বজয়ী।

ঘোষ বংশের পরিচয়।

সুকৃতালি কৃতম্বর এয কৃতী, ক্ষিতী দেব পদাম্বুজ চারুরতি।
মকরন্দ ইতি প্রতি ভাতি যতী,দ্বিজ বন্দ্য কুলোদ্ভব ভট্টগতি॥
সচ ঘোষ কুলাম্বুজ ভানুরযংপ্রথি মেন্দু যশাঃ সুবলোক বশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃশরদিন্দু পয়োঽম্বুধি কুন্দ যশাঃ॥

শ্লোকার্থ—পুন্যজনক কার্য্য পরম্পরাই যাঁহার বসনস্বরূপ, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিশেষ ভক্তি এবং বন্দ্য কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ ভট্টের শিষ্য কীর্ত্তিমান মহাত্মা মকরন্দ নামে খ্যাত। ইনি ঘোষ বংশরূপ পদ্মের প্রকাশক সূর্য্য স্বরূপ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশোবিশিষ্ট, সুবলোক জয়ী, সতত সুখী, সুমতি ও সুধী ইনি শরচ্চন্দ্র ক্ষিরসমুদ্র ও কুন্দ কুসুমের ন্যায় নির্ম্মল কীর্ত্তিশালী।

গুহ বংশের পরিচয়।

দ্বিজালি পালনার্থ কোঽপ্যসৌচহর্ষ সেবক।
কুলাম্বুজ প্রকাশক যথান্ধকার দীপক॥
অযং গুহ কুলোদ্ভব দশরথাভিধানো মহান্।
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধ পুণ্য পুঞ্জান্বিতঃ॥
নিশম্য গুহ ভাষিতং সকল সভ্য হাসংবিভুৎ।
সবন্ধু গমনোদ্যতো বিবিধ মান ভঙ্গে যতঃ॥

শ্লোকার্থ—গুহের পরিচয় সময় রাজ সভাস্থগণ গুহ শব্দ শুনিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন, এজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন॥

ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আনিয়াছি এ নিমিত্ত শ্রীহর্ষ দেবের সেবক স্বরূপ গণ্য হইয়াছি। আমার পরিচয় বিশেষ না জানিয়া গুহ বলিয়া সকল সভাসদ্ হাস্য করিলেন। কিন্তু যখন বঙ্গদেশে আগমনের উদ্‌যোগ করিয়াছি তখনই নানা প্রকার অপমানের ভাজন হইয়াছি।

আমি গুহকুলোদ্ভব এবং দশরথ নামক মহাকুলের চন্দ্র স্বরূপ হইতেছি আমি রাজসূয় ইন্দ্রযজ্ঞে যাজ্ঞিক, যজ্ঞক্ষম এবং বিবিধ পুণ্যান্বিত।।

(মিত্র বংশের পরিচয়।)

যশস্বিনাং যশোদরঃ সদাহি সর্ব্বসাদরঃ।
প্রমত্তো মত্তো মত্তোহি শরৎ সুধাংশুবদ্ যশঃ।
প্রতাপ তাপনোত্তপ দ্বিষ্যালি যোষিদা-লিকো।
বিভাতি মিত্রবংশ সিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ।

ইতি দেবীবরঃ।

শ্লোকার্থ—এ বংশ সর্ব্বদা সকল লোকের আদরণীয় এবং যশস্বী ও মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ বলবান, এবংশের যশঃ শারদীয় চন্দ্রের তুল্য। এ বংশ উত্তপ্ত সূর্য্য সদৃশ ও সূর্য্য বংশের সখি স্বরূপ। ইনি সিন্দু দেশায় চন্দ্র বংশোদ্ভব মিত্রবংশজ, ইহার নাম কালীদাস।

দত্ত বংশের পরিচয়।

অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভূ দগ্রগণ্য কৃতী।
সুদত্ত কূলোসম্ভবো নিখিল শাস্ত্র বিদ্যোত্তমঃ। ইতি দেবীবরঃ

শ্লোকার্থ—আমি পুরুষোত্তম দত্ত সুদত্তজ্ঞ কুল হইতে উদ্ভব একুল সর্ব্ব কুলাপেক্ষা অগ্রগণ্য ক্ষমবান ধার্ম্মিক, দৈবকর্ম্মানুষ্ঠানরত এবং দেব বংশজ, চতুর্ব্বেদ এবং ষট্ শাস্ত্র অভিজ্ঞ।

অদ্য পর্য্যন্ত (১২৯২ পর্য্যন্ত) প্রায় উনিশ শত চব্বিশ বৎসর গত হইল রাজা আদিসুরের পৌত্র রাজা অনিরুদ্ধের সময় হইতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া ১১০০, ১২০০ শত বৎসর প্রচলিত ছিল। নাস্তিকের মত ও বৌদ্ধের মত একমত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ,) বৈশ্য, শূদ্র, ও বর্ণ-সঙ্কর সকলেই এই ধর্ম্ম অবলম্বন

করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিতে লাগিলেন, জাতি-ভেদ নাই, বেদ কল্পিত গ্রন্থ; উপনয়ন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ও বৈশ্য দ্বি-জাতিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মে উপদিষ্ট; বেদানুযায়ী সাবিত্রী সংস্কার ত্যাগ করিলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞোপবীত ও পরিত্যক্ত হইল। কেবল কয়েকজন ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া সর্ব্বদা নাস্তিকগণকে পরাভবের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে যদিও ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি আর্য্য জাতিরা কুলগৌরব রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের ঐক্যমত না থাকায় নীচ বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণও আর্য্য সন্তানগণের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে মিলিত হইয়া আর্য্য ভাব প্রকাশ করতঃ স্পর্দ্ধা ও গর্ব্ব করিতে লাগিলেন। তাহা অভিজাত্যাভিমানী আর্য্যগণের অসহনীয় হইয়া উঠিল।

কালক্রমে প্রস্তাবিত স্ব-ধর্ম্মাক্রান্ত ব্রাহ্মণগণ নাস্তিকগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দেশান্তরে তাড়িত হইল। এবং কায়স্থ বংশোদ্ভব মিত্র সেনের পুত্র বল্লাল সেন বৌদ্ধ রাজ বিনাশ করিয়া বঙ্গদেশের অধিপতি হইলেন, এবং নানা দেশ অধিকার-ভুক্ত করিলেন। অপর, আর্য্য সন্তানগণের ধর্ম্ম ও পদ-গৌরব রক্ষা করিতে সযত্ন হইলেন।

রাজার সদ্ব্যবহার দর্শনে আশ্বস্ত হইয়া আর্য্য-ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ আপনাদের কুল-গৌরব চির প্রসিদ্ধ পরিচিহ্নিত ও সীমাবদ্ধ করার জন্য রাজা বল্লাল সেনের নিকট প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ তাহাতে প্রোৎসাহিত হইয়া কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত করার জন্য নিম্নলিখিত প্রকারে উদ্যোগ ও কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

রাজা বল্লাল সেন কায়স্থগণের মেল বদ্ধ করার জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে আনয়ন করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাদিগের কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই দুই শ্রেণীতে মেল-বদ্ধ করিলেন। মহারাজ ভাবিলেন যে, ব্রাহ্মণগণই সর্ব্ব বর্ণের গুরু ও ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম স্বরূপ ও সর্ব্বথা পূজনীয়, সুতরাং তাঁহাদের দাসত্ব পাইলেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের কৃতার্থতা এবং বিপ্রগণ

উপাধি প্রদান করিলেই সদ্বংশের গৌরব রক্ষা হয়। অতএব ব্রাহ্মণগণের সমগুণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ নবগুণ সম্পন্ন (ক) মহাকুলোদ্ভব রাজ বংশদিগকে কুলীন এবং সপ্তগুণ সম্পন্ন (খ) রাজন্যদিগকে মৌলিক উপাধি প্রদান করার অভিপ্রায় করিলেন। মহারাজ বল্লাল সেন কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থ বংশোদ্ভবদিগকে "বিপ্র-দাস" উপাধি গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাহাতে বসু ঘোষ, গুহ, মিত্র, ভাবিলেন আমরা আর্য্য ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব রাজবংশ। বিপ্র সেবায় নিরত থাকা আমাদের পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম উপাস্য পরমেশ্বর। অতএব বিপ্র-দাস এই আর্য্য চিহ্ন ধারণাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। এই ভাবিয়া তাঁহারা বিপ্র-দাস উপাধি ধারণ করিলেন। তাহাতে রাজা বল্লাল সেন হর্ষচিত্তে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কুলীন বলিয়া মেলবদ্ধ করিলেন। এই প্রকারে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, কুলীন (ক) বলিয়া নির্ণিত হইলেন।

(ক) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং। নিষ্ঠাশান্তি স্তপো-দানম্ নবধা কুল লক্ষণং॥

শ্লোকার্থ—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তির্থ দর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ, দান, এই নব গুণ কুলীনের।

(খ) বিদ্যাবাংশ্চ সুচির্ধীরো দাতাচ পরোপকারঃ রাজসেবা দয়াশীল কায়স্থঃ সপ্ত লক্ষণঃ॥

শ্লোকার্থ—বিদ্যাবান, সুচী, ধীর, দাতা, পরোপকারী, রাজকর্ম্মচারী, ও দয়াবান, এই সপ্তগুণসম্পন্ন মৌলিক কায়স্থ।

(ক) ১। রাজবীজী রাজবংশো বিজ্যস্ত কুলসম্ভবঃ মহাকুল কুলীনার্য্য সভ্য সজ্জন সাধবঃ॥ ইত্যমরঃ।

শ্লোকার্থ—যাহারা রাজবংশীয় মহাকুলোদ্ভব আর্য্য, সভ্য, সজ্জন ও সাধু তাহারাই কুলীন।

২। ধর্ম্ম শাস্ত্রার্থ কুশলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। সমঃশক্রৌচ মিত্রেচ নৃপতেঃ স্যুঃ সভাষদঃ॥

শ্লোকার্থ—যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থজ্ঞ, সত্যবাদী, ও শত্রুমিত্রে তুল্য ভাবাপন্ন তাহারাই কুলীন।

উক্ত পঞ্চ কায়স্থ মধ্যে দত্ত ভাবিলেন বিপ্রদাস এই পবিত্র উপাধির মর্ম্ম সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিবে না, বিশেষ কালক্রমে বিপ্রদাস উপাধি না থাকিয়া কেবল দাস উপাধি থাকিবে, পরিবৃত্তি গর্ভজাত (দাসী গর্ভজাত) ড্যাঙ্গরা কায়েতগণ দাস উপাধি রাচ্য সুতরাং দীর্ঘকাল পরে আর্য্য সন্তানগণও শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইবেন। অতএব বিপ্রদাস উপাধি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। তিনি বিপ্রদাস উপাধি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তাহাতে রাজা বল্লাল সেন দত্তকে অভিমানী বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে মৌলিক (মধ্যল্য) (খ) অর্থাৎ কুলীন অপেক্ষা হীন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। দত্ত, নাগ ও নাথ এই তিন ঘর মধ্যল্য বলিয়া নির্ণিত হইলেন। এবং সপ্তগুণ যুক্ত অন্যান্য রাজন্য বিংশতি ঘর কায়স্থ মহাপাত্র (গ) বলিয়া নির্ণিত হইলেন। এবং হোড় প্রভৃতি দ্বিসপ্ততি ঘর ক্ষত্রিয়, যাহারা কঞ্চুকা গ্রাম কর্ত্তা, নগর পাল, সূত, দ্বারপাল, চর, প্রভৃতি অচলা মহাপাত্র বলিয়া নির্ণিত হইলেন। *

৩। তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্য বাদিনঃ। ধর্ম্ম-প্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তোধনান্বিতাঃ॥ ত্রযোবাসাক্ষিনোজ্ঞেয়াশ্রৌতস্মার্ত্ত ক্রিযাবতাঃ॥

(খ) কুলীন কুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া। এতেষাং গুণ মাশ্রিত্য মধ্যল্য কুলমুত্তমম। ইতি কুলদীপিকা।

শ্লোকার্থ—কুলীনগণের কুল রক্ষা ও বিবাদ ভঞ্জন করা মধ্যল্য শব্দের অর্থ।

(গ) রাজন্যস্তু নৃপতৌ ক্ষত্রিয়ানাংগণেক্রমাৎ। মন্ত্রী ধী শচীবোহন্যকর্ম্ম শচীবাস্ততঃ॥ মহাপাত্রাঃপ্রধানানি পুরধাস্তু পুরোহিতঃ। দ্রষ্টৰি ব্যবহারাণাং প্রাড্ বিবাকোহক্ষদর্শকঃ॥

* কুলীন ইতি সজ্ঞাঃ স্যাৎ মধ্যল্যশ্চ তথাপরঃ। মহাপাত্রোহচলশ্চৈব ইতি সংজ্ঞা চতুষ্টয়ম্॥ বসু র্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ। দাসঃ সেনঃ করোদামঃ পালিত্যশ্চন্দ্রো পালকৌ। রাহা ভদ্রৌ ধরো নন্দী দেবঃ কুণ্ডশ্চ সোমকঃ। রক্ষিতাঙ্কুর সিংহশ্চ বিষ্ণু রাঢ্যশ্চ নন্দনঃ। চত্বারোহ গ্র্যাস্ত্রযো মধ্যা মহা পাত্রাঃ পরে তথা। এতেষাং সপ্তবিংশতির্ব্বল্লালেন প্রশংসিতাঃ॥

আর্য্য কায়স্থগণের ঔরষে পবিবৃত্তি গর্ভজাত (দাসী গর্ভজাত ব্যক্তিগণ ডেঙ্গরা কায়েতগণ) যাহারা আর্য্যসন্তান ও আর্য্যপদাভিষিক্ত বলিয়া সম্পর্দ্ধা কবিত, মহাবাজ বল্লালসেন ঐ সকল ব্যক্তিকে কাযেত উপাধি প্রদান কবিলেন। আর্য্য সন্তান বলিয়া যে তাহাবা গৌরব কবিত, তাহা এই সময় হইতে লোপ হইল। তাহাদেব ও অন্যান্য সৎশূদ্র গণের লক্ষণ ‡ নির্দ্দেশ করিলেন। তাহাবা শূদ্রজাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

মহাবাজ বল্লাল সেন, কান্যকুব্জাগত বসু বংশোদ্ভব লক্ষণ ও পুষণ বসুকে এবং ঘোষ বংশোদ্ভব মহাকীর্ত্তি ও চতুর্ভুজ ঘোষকে, গুহ বংশোদ্ভব দশবথ গুহকে, মিত্র বংশোদ্ভব তাবাপতি মিত্রকে, মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া নির্ব্বাচিত কবিলেন। (১)

---

‡ দেবপূজাবিপ্রভক্তি পিত্রাজ্ঞা বিধিপালনং। দযালবত্বং ক্ষমাবত্ববং ষড্‌বিধং শূদ্রলক্ষণং।

শ্লোকার্থ—দেবগণেব পূজাসক্তি এবং ব্রাহ্মণে ভক্তি, পিত্রাজ্ঞা ও বিধি পালন দযাবত্বং, ক্ষমাবত্ববং এই ছয় লক্ষণ শূদ্রেব॥

(১) বসুবংশেচ মুখ্যৌদ্বৌ নাম্নালক্ষণ পুষনৌ। ঘোষেষু চ সমাখ্যাত শ্চতুর্ভুজ মহাকৃতিঃ॥ গুহে দশবথ শ্চৈব মিত্রে তারা পতিস্তথা। দত্তে নারায়ণ শ্চৈব এতে চ বঙ্গজাঃস্মৃতাঃ॥

অচলা-মহাপাত্র।

হোরশ্চ স্মবকৈশ্চব ধরণী বাণ এবচ। আইচ পৈশূরশ্চৈব সানশ্চ ভঞ্জ বিন্দুকৌ। গুহশ্চবল লোধৌচ শর্ম্মাবর্ম্মাচ ভূমিকঃ। হুইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব বাণাদিত্যৌচ পীলকঃ॥ খিলশ্চ গুপ্তশ্চাঞীচ বন্ধুশ্চ শাঞী সংজ্ঞকঃ। হেশশ্চ সুমন্নর্গণ্ডৌ রাণাবাহুস্তদাহকাঃ॥ দানাগনাপমানাখ্যাঃ থাম খেমশ্চতোষকঃ। বৈশ্চাপি ষববেদৌচ ভূতার্ণরকব্রহ্মকাঃ॥ ইন্দ্রশ্চ শক্তিসঙ্গৌচ ক্ষেমাশৌ বর্দ্ধনস্তথা। হেমশ্চ বন্দুকশ্চৈব ভঞ্জঃকীর্ত্তিশ্চশীলকঃ। ধনুগুর্ণৌ যশশ্চৈব মনোরীতিশ্চ দাড়িকঃ। চাকিশ্চশ্যামঃ পুঞীশ্চ গণ্ডকো নাদকস্তথা॥ বোইশ্চ হোমশ্চৈব চাশকশ্চ তথৈবচ। ঢোলশ্চ দূতকশ্চেতি দ্বিসপ্তত্য চলাঃস্মৃতাঃ॥

ইতি ঘটকরামানন্দশর্ম্মাকৃতকুলদীপিকা।

দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্তকে, নাগবংশীয় দশরথ নাগকে ও নাথবংশীয় মহানন্দ নাথকে মধ্যল্য বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন।

দাসবংশীয় চন্দ্রশেখর দাস, সেনবংশজাত গঙ্গাধর সেন, করবংশজাত দামোদর কর, দামবংশোদ্ভব উষাপতি দাম, পালিতবংশজাত জনসংজ্ঞক পালিত, চন্দ্র-বংশোদ্ভব নারায়ণ চন্দ্র, পালবংশজ আর পাল, নন্দীবংশজ প্রভাকর নন্দী, দেববংশজ কেশব দেব, কুণ্ডবংশোদ্ভব অধিপতি কুণ্ড, সোমবংশজাত চন্দ্রধর সোম, রাহাবংশজাত কৃষ্ণ রাহা, ভদ্রবংজ দিগম্বর ভদ্র, ধরবংশজাত ব্যাস ধর, সিংহবংশজাত রত্নাকর সিংহ, রক্ষিতবংশজ নারায়ণ রক্ষিত, অঙ্কুরবংশজাত বেদগর্ভ অঙ্কুর, বিষ্ণুবংশজ দৈত্যারি বিষ্ণু, আঢ্যবংশজ ত্রিলোচন আঢ্য, নন্দন-বংশজ উষাপতি নন্দন, এই বিংশতি জন মহাপাত্র বলিযা নির্ণিত হইলেন। মহা-রাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে এই সকল কাযস্থগণ নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। (২)

মহারাজ বল্লাল সেন কাযস্থদিগের কৌলীন্য পদ্ধতির মেল বদ্ধ করিয়া তৎসম্বন্ধে নানাবিধ নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। যথা—সপর্য্যায় ও সমঘরে কন্যা দান ও কন্যা গ্রহণ করা উত্তম। পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিবেন, যদি কন্যার অভাব হয তবে কুশত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পর্য্যায়ক্রমে যিনি কুলীনের কন্যা গ্রহণ ও কুলীনকে কন্যাদান করেন তিনি কুল দীপক। কুলধর্ম্ম চারি প্রকার; যথা—আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা। (১)

---

(২) নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দশ্চ নাথ কঃ। চন্দ্রশেখর দাসস্তু সেনে গঙ্গাধর স্তথা। দামোদরঃ করঃ খ্যাতো দাম উষাপতি স্তথা। পালিতে জন সজ্ঞ-স্যাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ॥ পালে আরঃসমাখ্যাতো রাহা বংশে চ কৃষ্ণ কঃ। ভদ্রোদিম্বরশ্চৈব ধরেতু ব্যাস সজ্ঞকঃ॥ প্রভাকরস্তু নন্দীস্যাৎ কেশবো দেব-বংশজঃ। অধিপতি বিখ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ॥ সোমেচন্দ্র ধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকর স্তথা। নারায়ণঃ সমাখ্যাতো রক্ষিতে চ তথা পরে॥ বেদ-গর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দত্যারি বিষ্ণুঃ সংজ্ঞকঃ। আঢ্য ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দনে চ উষাপতিঃ॥ এতে বঙ্গজানির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা॥ ইতি দেবীবর।

(১) সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমং। কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরং। কুলীনস্য সুতাংলব্ধা কুলীনায় সুতাংদদৌ। পর্য্যায় ক্রমত শ্চৈব সএব কুলদীপকঃ॥

বিপর্য্যায় বিবাহ করিলে কুল থাকিবেক না। বাগ্দত্তা কন্যার নির্দ্ধারিত বরের সহিত বিবাহ না হইলে ঐ কন্যা রণ্ডা নামে খ্যাত হয়। রণ্ডাকন্যাকে বিবাহ করিলে কুল থাকিবে না। বংশহীন ব্যক্তিও নিষ্কুল হইয়া থাকে। পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে ঐ পুত্রের কুল থাকিবে না। ডেঙ্গরা কায়েতের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলক্ষয় অর্থাৎ পতিত হইবে। (২)

বঙ্গবাসী কায়স্থগণ বঙ্গীয় (বঙ্গজ) দক্ষিণ রাঢবাসী, দক্ষিণ রাঢীয়, উত্তর রাঢ বাসী উত্তর রাঢীয়, বরেন্দ্রভূমিবাসী বারেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। তদনুসারে সম্বন্ধ চতুষ্টয়ে মেলবদ্ধ হইয়াছে। (৩)

দক্ষিণ রাঢবাসী কায়স্থগণ বঙ্গবিভাগ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ রাঢে বাস করতঃ আদিম কায়স্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। বল্লালকৃত মেলবদ্ধ ও নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া না চলায় কে কুলীন, কে মধ্যল্য, কে মহাপাত্র ও কে অচলা মহাপাত্র তাহার কিছুমাত্র শৃঙ্খলা থাকিল না, এই ভাবে ত্রয়োদশ পুরুষ অতি বাহিত হইলে পুরন্দর বসু তৎস্থানীয় সমস্ত কায়স্থকে একযাযী করিলেন। তিনি বঙ্গ দেশ হইতে ঘটককারিকাগ্রন্থ ও ঘটকদিগকে আনয়ন করিয়া সমস্ত অবগত হইয়া মেলবদ্ধ করিলেন। এই মেল বন্ধের সময় ঘোষ, বসু, মিত্র, এই তিনটী কুলীন ছিলেন। সুতরাং এই সমাজে এই তিন শ্রেণী কুলীন নির্ণিত হইলেন। দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও গুহ এই আট ঘর সিদ্ধ মৌলিক, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বিসপ্ততি ঘর সাধ্য মৌলিক হইলেন।

উত্তর রাঢীয়দিগের মধ্যে রাজা বল্লাল সেন এইরূপে মেলবদ্ধ করিয়াছেন। সিংহ ও ঘোষ এই দুই বংশ কুলীন; দাস মধ্যল্য এবং মিত্র ও দত্ত মৌলিক

তথাচ আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈবচ। প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেচ কুলধর্ম্ম চতুর্ব্বিধং॥

(২) বিপর্য্যয়ে কুলংনাস্তি নকুলং রণ্ডা পিণ্ডয়োঃ। পোষ্যপুত্রে কুলং-নাস্তি ডেঙ্গরেচ কুলক্ষয়ং॥

(৩) উদগ্ দক্ষিণ রাঢৌচ বঙ্গ বারেন্দ্রকৌতথা। ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃস্যু স্তত্ত-দ্দেশ নিবাসিনাং। কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং শ্রেণী শ্রেণী বিশে-ষতঃ॥

অর্থাৎ মহাপাত্র। এতদ্ব্যতীত এই সমাজে অন্য কোন বংশ নাই। এই মিত্র, ঘোষ ও দত্ত কনৌজী বংশজ নহে॥

আদিশূর রাজার যজ্ঞে আনীত পঞ্চকায়স্থের পুত্রগণের নাম বাসস্থান।

বঙ্গে বাস নাম দক্ষিণরাঢ়ে বাস

পুরু বংশীয় বসু বংশোদ্ভব

সূর্য্য বংশীয় ঘোষ বংশোদ্ভব
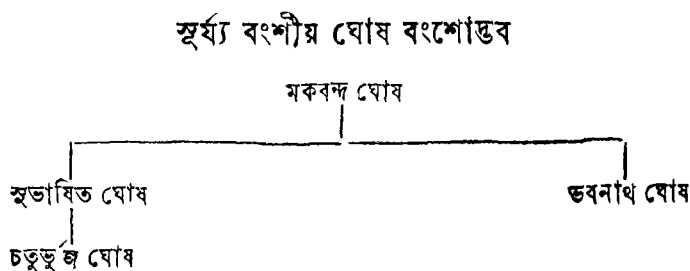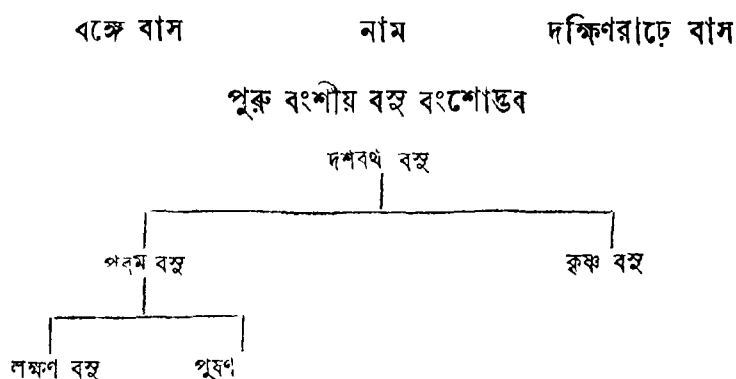
সূর্য্য বংশীয় গুহ বংশোদ্ভব

বিবাট গুহ

তাঁহাব সন্তানগণ বঙ্গে বহিলেন দক্ষিণ বাঢে যান নাই সুতবাং দক্ষিণবাঢে গুহ কুলীন নাই।
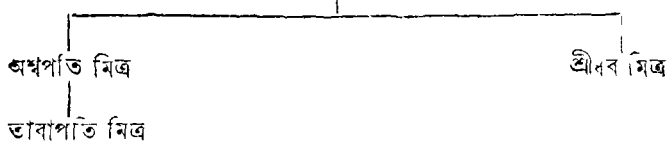
কায়স্থ জাতির গোত্র নির্ণয়।

মহাত্মা মনুব সময়ে চতুর্বিংশতি গোত্র মাত্র ছিল। (ক) জমদগ্নি, ভবদ্বাজ, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য, সৌকালীন, মৌদ্গল্য,

(ক) শাণ্ডিল্য কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্য সাবর্ণক স্তথা। ভবদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালিন স্তথা পবঃ॥ কাম্বিশ্চাগ্নি বেশ্মশ্চ কৃষ্ণাত্রেয় বশিষ্ঠকৌ। বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথা পবঃ॥ ঘৃত কৌশিক মৌদ্গল্যো আলম্যান পবাশবঃ। সৌপায়ন স্তথা ত্রিশ্চ বাসুকী রোহিত স্তথা॥ বৈয়াগ্র পদ্য কশ্চৈব যমদগ্ন্য স্তথা পরঃ। চতুর্বিংশতি বৈগোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্ব পণ্ডিতৈঃ॥

পরাশব, বৃহস্পতি, কাঞ্চন, বিষ্ণু, কৌশিক, কাত্যায়ন, কাণ্য, কৃষ্ণাত্রেয়, সাংকৃতি, কৌণ্ডিল্য, গর্গ, অঙ্গিবস, অনাবৃক, অব্য, জৈমিনি, বৃদ্ধি, শাণ্ডিল্য বাৎস্য, সাবর্ণ, আলম্যান, বৈয়াগ্র, পদ্য, ঘৃতকৌশিক, শকৃত্রি, কাম্বাযণ, বাসুকি, শুণক, সৌপাযন, এই কয়েক জন ঋষি আপনাপন নামানুসাবে আপনাপন অপত্য দিগেব গোত্র স্থাপন কবিযাছেন। (খ)

বঘুনন্দন বলেন, আদিপুরুষেব নামে ব্রাহ্মণেব এবং আদি পুবোহিতেব গোত্র বানামে ক্ষত্রিয ও বৈশ্যেব গোত্র হইযাছে। (গ) প্রকৃত যে ঋষি যে জাতিব ধর্ম্ম বক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ ও যাজন কার্য্য সর্ব্ব প্রথমে কবিযাছেন; তাঁহাব নামানুসাবেই ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপব সমস্ত জাতিব গোত্র স্থাপিত হইযাছে।

বসুগৌতম গোত্রহন্তুং ঘোষঃগৌকালিন স্তথা। শাণ্ডিল্যশ্চ স্তথা বাচ্য ঘোযস্য গোত্র এবচ॥ মিত্রো বিশ্বামিত্রঃ খ্যাতো গুহঃ কাশ্যপঃ কলিশঃ। দত্তো মৌদ্‌গল্য গোত্রশ্চ যথা মধ্যল্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। অগ্নিবৎসশ্চ ভরদ্বাজ স্তথা কাশ্যপক স্তথা কৃষ্ণাত্রেয় আলম্যানো বৈয়াগ্র পদ্য এবচ। দত্তানাং মহাপাত্রাণাং এতে ষট্‌ গোত্র সম্ভবঃ। নাগঃ সৌপায়নঃ খ্যাতঃ পরাশরশ্চ নাথকঃ।

দামশ্চ কাশ্যপো জ্ঞেয়ো মৌদ্‌গল্যো গৌতমস্তথা অত্রিয়ঃ কৃষ্ণাত্রেয়শ্চৈব এতে পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতা॥ ঘৃত কৌশিকরালম্যানঃ কাশ্যপশ্চ পরাশরঃ। মৌদ্‌গল্যঃ শাণ্ডিল শ্চৈব বাচ্যো গৌতমকস্তথা ভরদ্বাজো বশিষ্টশ্চ দশএতে প্রকী-

---

(খ) যমদগ্নি ভবদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রি গৌতমাঃ। বশিষ্ঠ কশ্যপা শণ্ডিল্যা মুনোযো গোত্র কাবিণঃ॥ এতেষাং যান্য পত্যানি তানি গোত্রানি মন্যতে। এতদুপলক্ষণ মন্যেষা মপি দর্শনং॥

(গ) বংশপরম্পবা প্রসিদ্ধাদি পুরুষ ব্রাহ্মণ রূপং গোত্রং। পৌবহিত্যান্ গোত্র প্রববান্ বাজন্য বিশপ্রাবৃনত॥

র্ত্তিতাঃ ॥ সেনস্তু বাসুকি জ্ঞেয় আলম্যানস্তথা পরঃ চন্দ্রস্তু কাশ্যপো জ্ঞেয়ো ভরদ্বাজশ্চ মৌদ্‌গল্যঃ। বিষ্ণু র্বৈয়াঘ্র পদ্যশ্চ গোতম গোত্র এবচ। শাণ্ডিল্যশ্চ ভরদ্বাজ এতে পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ঘৃত কৌশিকঃ শাণ্ডিল্যঃ সিংহো বাৎস্যস্তথাপরঃ। গৌতমঃ কাশ্যপো বাচ্য আলম্যানঃ করস্তথা। ভরদ্বাজশ্চ শাণ্ডিল্যো মৌদ্‌গল্যা বলবংশজঃ ॥

কুলমর্যাদা অনুসারে কন্যাপণ।

এক স্বর্ণ পরিমাণ ৭ সাত টাকা। উচিত অর্থাৎ তুল্য বংশের কন্যা আনিতে একস্বর্ণ কিম্বা শঙ্খ বস্ত্র দিয়া কন্যা আনিবে। তদ্রূপ তুল্য বংশের কন্যা যে নেয় তাহারও এই বিধি। কুলীন, মধ্যল্যের কন্যা আনিতে ২ স্বর্ণ পাইবেন; এবং মহা পাত্রের কন্যা আনিতে চারি স্বর্ণ ২৮ আটাশ টাকা পাইবেন, প্রচলিত ২১ টাকা আছে। যদিও বিধি বিহিত এই নিয়ম বটে; কিন্তু আধুনিক ব্যবহারে তাহা নয়। বরপক্ষ ও পাত্রী পক্ষের মধ্যে যিনি পাওয়ার যোগ্য হন তিনি যে পরিমাণ নিতে সম্মত হন, তাহাই কুলমর্য্যাদা অথবা বিষয় বিশেষে কন্যাপণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সমীকরণ।

১। শঙ্কর রো বন মালীচ পুরশ্চ রাম ঘোষকঃ। এতেচ সমতাং যাতাঃ সর্ব্বগুণ সমান্বিতাঃ॥

২। গুহো রুদ্রশ্চ শাণ্ডীশ্চ কার্য্য পীতাম্বরাখ্যকৌ। তথা শূলপাণি মিত্রঃপঞ্চৈতে সমতাং গতাঃ ॥

৩। চন্দ্রেশ্বরশ্চ ভাণ্ডুশ্চ বীমশ্চৈব তথা পরঃ। গুহবংশোঃদ্ভাব শ্রেষ্ঠাস্ত্রয়শ্চ সমতাং গতাঃ ॥

৪। বসুশ্চাগ্নিশ্চ ঘোষশ্চ বসুকোভায়িক স্তথা। তপন-স্তীল মিত্রশ্চ পঙ্ক্তৌতে সমতাং গতাঃ ॥

৫। গোবিন্দোগুহ কোলীকোবসুর্গুণ্ড গুহ স্তথা। শূরাখ্য বসু কশ্চৈব চত্বারঃ সমতাং গতাঃ ॥

৬। আভো ভীতশ্চ ভীমশ্চ গুহো মুক্তির্বসু স্তথা। মতি ঘোষ স্তথা বাঢু স্থাকাখ্য বসুক স্তথা ॥ বিভাকরাখ্য ঘোষশ্চ সমাচাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

৭। অনন্তঃ কেশবোবীবোহলঃ কোরশ্চ নীবকঃ। যাগশ্চ শঙ্করশ্চৈবনবমশ্চোধ সংজ্ঞকঃ ॥ এতে সমাঃ পরি-জ্ঞাতা গুহকোবংশ কোবিদঃ।

৮। দায়ু বেড়ু স্তথা পুণ্ডকৌ গোবিন্দো গুহ স্তথা। পঙ্ক্তৌতে সমতাং যাতাঃ স্বীয় কর্ম্মানুরূপতঃ ॥

৯। নারায়ণশ্চ মধুকঃ পুপী ভাকর এবচ। দায়ুশ্চ ঘোষ-কশ্চৈব পঙ্ক্তৌতে সমতাং গতাঃ ॥

দোকড়ী নন্দনশ্চৈব গড়ুড় গাভ সংজ্ঞব:। কুলবর্ম্মানুসারেন সর্ব্বেতে সমতাং গতাঃ।

১০। ঈশ্বর ঘোষকশ্চৈব ভগিরথস্ত ঘোষকঃ শ্রীধরোমাঘি ঘোষকশ্চ কন্দর্প চক্রপানিকঃ ॥ তথা সৌরীজগন্নাথঃ সমা-চাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

১১। নৌগোবিন্দ গুহশ্চৈব মহাদেব বসু স্তথা মিত্রশ্চ ধীতকশ্চৈব পঙ্ক্তৌতে সমতাং গতাঃ ॥

১২। আশো বিদো বিনশ্চৈব গোবিন্দ রঘু মিত্রকৌ এতেচ সমতাং যাতাঃ কর্ম্মানু সা রতো বিদুঃ।

১৩। দামোদরঃ কুবেরশ্চ লক্ষ্মণো গাভ সংজ্ঞকঃ সাগরো নরসিংহশ্চ ষড়েতে ঘোষকাঃ সমাঃ ॥

১৪। মার্কণ্ডেয়ো বশিষ্ঠশ্চ কৃষ্ণো নারায়ণ স্তথা। ভগিরথোহ প্যরবিন্দশ্চ মুরারি গুহ এবচ॥ ব্যাসো বাসু ঘোষশ্চৈব ন বৈতে সমতাং গতাঃ ॥

১৫। বিষ্ণুঃ কুবেরকশ্চৈব বামনো ধনক স্তথা। জনশ্চ হৃষিকেশশ্চ কার্ণ্যকঃ সমতাং গতাঃ ॥

১৬। সমাযেযে বিঘোষশ্চ বসুশ্চ হরিসংজ্ঞকঃ। জ্ঞেয়ৌ সুশীলৌ দ্বাবেতৌ কুলধর্ম্ম পরায়ণৌঃ ॥

১৭। আভশ্চ শম্ভু ঘোষশ্চ তথৈবচ সদাশিবঃ। ঘোষশ্চ পদ্মনাভশ্চ শ্রীকণ্ঠ ঘোষকস্তথা॥ বসুকৌ সূর্য্য মার্কণ্ডৌ মহেশ্বর বসু স্তথা ছকড়া ঘোষকশ্চৈব নবৈতে সমতাং গতাঃ ॥

১৮। সদানন্দ স্তথা থাকো ব্যাস গুহক এবচ তথা বৎসা বিধানশ্চ বসু বংশ সমুদ্ভবঃ। পৃথ্বীধরো বর্দ্ধমানঃ পঞ্চৈতে সমতাং গতাঃ।

১৯। প্রভাকরো গজপতির্ণবপত্য ভিদো গুহঃ। দৈত্যারি ঘোষকো রাম নরপত্যাখ্যকো গুহঃ॥ দিগম্বরো গুহশ্চৈব সপ্তেতে সমতাং গতাঃ ॥

২০। হরির্হারো নকরিশ্চ। নিত্যানন্দ গুহ স্তথা শুক্লাম্ বরশ্চ দৈত্যারি স্তথা দশরথো গুহঃ॥ গুহঃ পশুপতিশ্চৈব তথোষা পতিনামকঃ। সর্ব্বানন্দ গুহশ্চৈব হরিদাস গুহ স্তথা॥ লক্ষ্মীধরাক্ষ্য গুহকঃ শ্রীধর গুহ এবচ। চতুর্ভূর্জ

গুহো নাম অপর পুরুষোত্তমঃ ।। বালেন্দুঃ সংজ্ঞকঃ এতে সর্ব্বেচ সমতাং গতাঃ ।।

২১। কার্ণ্যো বিশ্বম্ভরশ্চৈব শ্রীপতি বসুকো স্তথা। আনশ্চতে কড়িশ্চৈব ভবতঃ সমতাং গত্বাঃ।

২২। বলভদ্রশ্চণ্ডিবরো কামঃ সুরেশ্বর স্তথা। এতে ঘোষ কুলোদ্ভুতা শ্চত্তারঃ সমতাং গতাঃ ।।

২৩। শুক্লাম্বরঃ শ্রীধরশ্চ রত্নাকরশ্চ ঘোষকঃ। রুদ্রাক্ষ ঘোষকশ্চৈব চত্বারো ঘোষকাঃ সমাঃ ।।

২৪। সর্ব্বানন্দঃ কেশবশ্চ দুর্গা বরক এবচ। বালেশ্বর শ্চাশ্ব পতির্মধু ঘোষঃ সমাইমে ।।

২৫। নিশাপতিশ্চ শশিকো বসুকঃ সমতাং গতৌ। এতৌচ ভ্রাতরৌ জ্ঞেয়ৌ কুলধর্ম্মাবতারকৌ ।।

২৬। পরাশরো নরহরি নিত্যানন্দাভিধানকঃ। তথা দশরথশ্চৈব কংসারি সমতাং গতাঃ ।।

২৭। মহেশ্বর বসুশ্চৈব দুর্গাবর বসু স্তথা। ভাস্কর নাম বসুক তথা দেবী বরঃ স্মৃতঃ ।। দোকড়ী র্ণাম বসুকো গোপীনাথস্তথা পরঃ। বিশ্বাম্ভর বসু জ্ঞেয়ঃ সপ্তেতে সমতাং গতাঃ।

২৮। রাঘবশ্চ তথা রামঃ সনাতন বসুস্তথা। শতানন্দ বসুশ্চৈব নিত্যানন্দ স্তথাপরঃ ।। গৌরী কংশারিকশ্চৈব শ্রীধর বসুরেবচ বসুবংশোদ্ভবা এতে সমাচার্য্যৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।।

২৯। ছকড়ীর্ণামো গুহকো জনার্দ্দন গুহ স্তথা। শতানন্দ স্ত্রয়শ্চৈতে গুহ বংশ সমুদ্ভবাঃ ।। সুরেশ্বর বসুশ্চৈব চত্ত্বারঃ সমতাংগতাঃ ।।

৩০। চতুর্ভুজ গুহশ্চৈব মহেশ্বর গুহস্তথ। দোকড়ী-র্নাম গুহকো নিত্যানন্দাভিধানকঃ॥ রাঘবশ্চ শতানন্দো বৎস শ্রীনাথ এবচ। ভামঃ সুবেশ্বরশ্চৈব মাধবো গুহক স্তথা॥ বলভদ্র গুহশ্চৈব দ্বাদশৈতে সমঙ্গতাঃ॥

৩১। বরঃপ্রজাপতিশ্চৈব শ্রীহর্ষ গুহ এবচ বসুর্গঙ্গাদাস কশ্চ কংশারিধরনী বসুঃ॥ শিবানন্দঃ সুপ্রভাতো নন্দনঃ সমতাংগতাঃ॥

৩২। নখোমীন কেতনশ্চ পঞ্চানন গুহস্তথা চন্দ্রানামাচ গুহকো মায়াধর বসুঃস্মৃতঃ।

৩৩। কেশবাখ্য গুহশ্চৈব ভগারথ গুহস্তথা। শান্তশ্চ সমতাংযাতা: কুলধর্ম্মনিযোজিতাঃ॥

৩৪। বিশ্বনাথঃ শঙ্করশ্চ রাঘবশ্চ ত্রিবিক্রমঃ। কমল নয়নশ্চৈব তথা ঘোষ প্রসাদনঃ॥ হিরণ্যগর্ত্তকোনাম গোপী নাথশ্চ ঘোষকঃ। ঘোষ বংশোদ্ভবা এতে সমাচাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

৩৫। গরুড়শ্চ জিতামিত্রঃ বসুর্ভাস্কর এবচ। পুস্করাখ্যঃ শতানাঙ্গো মুকুন্দঃ ষট্‌সমাগতাঃ॥

৩৬। যোগেশ্বরশ্চ ভরতশ্চক্র পানিস্তু ঘোষ কঃ। বসুশ্চ পরমানন্দো গোবিন্দঃ পদসংজ্ঞকঃ॥ হরির্ঘোষশ্চার্ক বসু-রবিঃ শ্রীমন্ত এবচ। কুমারো হল ঘোষশ্চ একাদশ সমাস্মৃতাঃ॥

৩৭। প্রিয়ঙ্করঃ সমাখ্যাতো গৌরিদাসাভিধানকঃ। ভগিরথকো নামাচ জিতামিত্র স্তথাপরঃ। হৃষিকেষঃ সমা-

খ্যাতো গঙ্গাধরক এবচ। গঙ্গাদাসাভিধানশ্চ তথা শশি ধরাখ্যকঃ। নরসিংহাখ্যক শ্চৈব ন বৈতে সমতাংগতাঃ ॥

৩৮। নারায়ণস্তথামীন কেতন স্তপনস্তথা। ভূবনাখ্যো মুকুন্দশ্চশ্রী গর্ব্ভশ্চ তাথাপরঃ। পরমানন্দ রায়শ্চ বসুনন্দন এবচ। জনশ্চ কৃষ্ণনামাচ সুপ্রসাদ বসুস্তথা ॥ একাদশ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বেচ সমতাং গতাঃ ॥

৩৯। রামচন্দ্রাখ্যকশ্চৈব তথা নারায়ণঃপরঃ কন্দর্পো বিষ্ণুনামাচ হিরণ্যশ্চহিরণ্যকঃ॥ জিতামিত্রঃপুণ্ডরীকো গঙ্গা-দাসস্তথাপরঃ। গৌরিদাস্যাখ্যকশ্চৈব দেবানন্দই মে সমাঃ॥

৪০। মুকুন্দঃ ষষ্টিবরকো কালিদাস স্তথাপরঃ। রাম চন্দ্রাভিধানশ্চ হরিশ্চৈব প্রমোথনঃ। প্রমোদনশ্চ শ্রীমন্তো মধুকো যদুক স্তথা। এতে দশ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বেচ সমতাং-গতাঃ ॥

৪। সারঙ্গ দত্তকশ্চৈব রবি নাগ স্তথাপরঃ। ধন দত্ত স্তথা নাগৌ দিগম্বরক ভীমকৌ॥ শ্রীরামখানকশ্চৈব বিদ্যা-নন্দ স্তথাপরঃ। গন্ধর্ব্ব খানকশ্চৈব সারঙ্গ দত্ত এবচ। গৌরি নামখ্য দত্তশ্চ গোপীনাথাভিধানকঃ। এতে দশ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বেচ সমতাংগতাঃ ॥

কুলীন সন্তানগণের ভাব নির্ণয়।

কার্ণ্য ঘোষ—তাঁহাব চাবি পুত্র, সতীঘোষ, মতি ঘোষ পুপী ঘোষ, ও ভাস্কর ঘোষ। (সতী ঘোষ কুলংনাস্তি মতি ঘোষ স্তথৈবচ। ভাস্করঃ করুণ হীনশ্চ পুপী ঘোষো মহৎ কুলঃ ॥)

কার্ণ্যবংশে মাঘি ঘোষ—কার্ণ্যবংশে মাঘি ঘোষ চলন সুন্দর। দৈবযোগে কন্যা নিল স্বেদ খাঁ বর্ব্বর ॥ চিন্তিত সদা ঘোষ হইল দুর্ব্বল। শরণ নিলেন যাইয়া যত নিজ দল ॥

ভাস্কর ঘোষ—ভাস্কর দিলেন কন্যা দাস, দে, শূরে। বঙ্গিতেরে কন্যাদান গ্রহণ মাত্র করে॥ বিদ্যা, ক্রিয়া, কর্ম্ম, ভূমি, এক না রাখিল। সেই হতে ভাস্করের মহাপাত্র নাম হইল ॥

সতী ঘোষ—সৎহীন, অপনীচ করণেতে মতি। অশুচিতে দিল নিল সকল সন্ততি ॥ হাস, চন্দ্র, দত্ত, শূরে, গতাগত কার্য্য। বারে বারে করিলেন অতি অনিবার্য্য ॥ কুলের নব লক্ষণ মধ্যে তার এক নাহি। তেকারণে সতী ঘোষ নির্ব্বংশ লিখি ॥ এ সব লক্ষণ যার লোকে না ঘোষয়। জীবিতে দর্শন তার মৃত্যু তুল্য হয় ॥

মাঘি ঘোষ—মাঘি ঘোষ কুলংনাস্তি বংশজ উপ লক্ষণং।
কন্যাদোষে হানিশ্চৈব উদ্ধারো নহি নিশ্চয়ঃ ॥

শঙ্কর গুহের ধারা—শঙ্করস্য সুত মধ্যে বিনশ্চ কুল ভূষণং।
শাস্ত্রেচা কুণ্ঠিতা বুদ্ধির্বিজ্ঞানে ব্যাস সদৃশঃ ॥
সুতো জনার্দ্দনশ্চৈব বিখ্যাতঃ ক্ষিতি মণ্ডলে।
তজ্জাতশ্চ গোপাল প্রসাদ নাগ কন্যা বিবাহিতঃ ॥

বিনবংশে গোপাল প্রসাদ কুলেতে ভাজন।
বাজুতে আসিয়া করিলা নাগেতে গ্রহণ ॥
তক্ষক নাগের জাত হলাহল বিষে।
দগ্ধ হইল গোপাল প্রসাদ তেজ করিল হ্রাসে ॥

নন্দন গুহের ভাব—গুণ্ডস্য পুত্রা বুদ্ভূতৌ উদন নন্দনৌ দ্বয়ৌ।
উদনশ্চ শশিদীপ্তিনন্দনো বংশজ স্মৃতঃ ॥

কুল শ্রেষ্ট এড় গুহের পুত্রগণের ভাব—স্থিরো ব্যাস বশিষ্টশ্চ কৃষ্ণঃ পদ্ম নাভ স্তথা। নিধির্না নারায়ণশ্চৈব সপ্তৈতে

এড় পুত্র কাঃ। কৃষ্ণ গুহঃ পিতৃভাব ইতরেষট্ গৃহভাবো হ বন্ ॥

কৃষ্ণ গুহের ষোড়শ পুত্র ও তাঁহাদের ভাব নির্ণয়—উৎসো,

নৃত্যঃ শুকশ্চৈব দৈত্যারির্মাধব স্তথা।
শ্রীমান্ পশুপতিশ্চৈব শ্রীবৎসস্ত পনঃসদা।
শুভঃ কৌনৌঃ শঙ্করশ্চ যাদবঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ॥
মিথিলা পরিবাদ্ধেন কৃষ্ণশ্চ কুলভঙ্গোহ ভূৎ।
সদাশিব ঘোষাযাপি এক কন্যা সমর্পিতা॥
পৃথিবীং ক্রিয়তে দানং যদ্রূপং ফল মাপ্নুয়াৎ।
তদ্রূপং কন্যাদানেন কুল শ্রেষ্ঠঃ পুনর ভূৎ॥

পুর বসুর পুত্রগণের ভাব—হাসো ভাইঃ শ্রীকণ্ঠশ্চ গোপালো-বিনঃ শায়িকঃ এতেষট্শ্চ পুরপুত্রা উত্তম মধ্যমাধমাঃ॥

এতেষাং মধ্যেভাই বসু মহৎ কুলঃ।

পুর বসুর কুলোদ্ধার—পুর বসু কন্যা দিলা রাজা দনুজকে।
তক্ষকে দংশিল যেন পরীক্ষিত নৃপকে॥
নির্ম্মল কুলেতে হৈল শূরের আশ্রয়।
হাস ভাই পুত্র আদি দেখে সুদুর্জ্জয়॥
বৃদ্ধকালে বসুবরে হৈল মান হানি।
বনমালী পুরগৃহে গেলা হেন শুনি॥
ভ্রাতা দেখি পুর বসু করিলা রোদন।
বনমালী কহেন জ্যেষ্ঠ ভাব কি কারণ॥
তুমি আমি দুইজনে করিলাম মীলন।
কি করিতে পারে দেখি যতেক কুলীন॥
যবে অন্ন ভুঞ্জাইব সকল বংশকে।
শুভ ঘোষ ভাগুকীকে মতে রাখিবেক॥

স্থির হৈলা পুর বসু ভ্রাতার আশ্বাসে।
মন্ত্রণা করিলা তবে দনুজ রাজ পাশে॥
রাজনীতি উপস্থিত করিলা রাজন।
ডাকিয়া আনিলা কুল শ্রেষ্ঠ যত জন॥
দনুজ রাজার জন্য কুলীন সব খাইল।
ধন্য ধন্য বনমালী সবে প্রশংসিল॥

পুরবংশে শূর দোষে উচ্চ কুল নাশিতম্।
বনমালী উদ্ধারিতং পূর্ব্ব কুল মুদ্‌ভুতম্॥
এতদন্যৎ প্রবন্ধঞ্চ কুলাচার্য্যেন ভাষিতম্॥

শতানন্দ বসুর ভাব—শতানন্দস্য কুলং নাস্তি বংশাভাব পিণ্ডজঃ। জীবিতে পিণ্ডপ্রাপ্তেন গোদানেন যথা দ্বিজঃ॥

মিত্রবংশের ভাব—বঙ্গে মিত্র কুলহীনো মধ্যল্যশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ। চতুর্ম্মণ্ডল গ্রামেতু সুরকন্যাং বিবাহিতঃ॥ চতুর্ম্মণ্ডলবাস দোষেণ সামান্যত্ব মুপাগতঃ॥

পূর্ব্ব লিখিত সমীকরণ অনুসারে নিম্নলিখিত বংশ সমান।

পৃথ্বীধর বসু, নারায়ণ বসু, বৎস বসু, পশুপতি বসু, এই চারি সমান। দুর্গাবর বসু, ভাস্কর বসু, দোকড়ী বসু, কংশারি বসু, গোপীনাথ বসু, বিশ্বম্ভর বসু, বলভদ্র বসু, চণ্ডীবর বসু, জিতামিত্র বসু, এই একাদশ সমান। এবং কন্দর্প বসু, চক্রপাণি বসু, ও বর্দ্ধমান বসু, সমান।

পদ্মনাভ ঘোষ, সদাশিব ঘোষ, ও সদানন্দ ঘোষ সমান। উদন গুহ, আস গুহ বিন গুহ ও কৃষ্ণ গুহ সমান

কৃষ্ণ বংশে রঘুনাথ আঁমদ গ্রামে স্থিতি।
শঙ্করের বংশে বিনমনাইক বসতি।
বিনের বংশেতে মাত্র লিখি ঘর তিন।
মজলিশপুর রতিনাথ বংশের প্রধান।
মাস তাবাতে লেখাযায় গোপাল বলাই।
শিমুলিয়া গোপাল রায যাব পুত্র হইতে কৈ।
আদৌ শ্রেষ্ঠা বসু বংশ তৎপরো ঘোষ বংশজঃ।
তৎপরশ্চ গুহ শ্রেষ্ঠঃ মিত্রবংশশ্চ তৎপরঃ।
বসু বংশসত্যবাদী ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃঢ়।
ঘোষ বংশ সরলতা নিপুণতা বড় ॥
গুহ বংশ ক্রুড় বড় দেখি বিদ্যমানে।
মিত্র বংশে উচ্চ দৃষ্টি সর্ব্বলোকে জানে ॥
দত্ত বংশ মহামত্ত শাস্ত্রে ধীব হয়।
পঞ্চ বংশে পঞ্চ রীতি বল্লাল সেন কয়।

বাজুগত কুলীনগণের বাসস্থান ও সমীকরণ।

যেবংশ	যাহাব ধারা	পূর্ব্ব নিবাস	বর্ত্তমান নিবাস	সমীকরণ
বসু বংশ	বিশ্বম্ভর বসু	বিষ্ণুপুব	ভাদডা, কেদারপুর, বিল্লাফইড, দান্যা,	সমান
			নাবায়ণদিয়া	সমান
"	বৎস বসু	চক	চক, ভাদডা, গণক, পাড়াশিমুলিয়া, নারা-নদিয়া	সমান
"	গোপীনাথ বসুর	খলসী, কাচপাই	খলসী, সিংহবাগী, নরদানা	সমান

যে বংশ	যাহার ধারা	পূর্ব্ব নিবাস	বর্ত্তমান নিবাস	সমীকরণ
„	চক্রপাণি বসুর	কুমরিয়া	কুমরিয়া, আথৈদ	সমান
„	পুর বসুর	মালুচি	মালুচি, কেদারপুর	সমান

ঘোষ বংশ	পদ্মনাভ ঘোষের	দরগ্রাম	দরগ্রাম	সমান
„	ছকড়ী ঘোষের	আদাজান	আরড়া, ভাবড়া বাটাডা, কোকা-দাইর	সমান
„	সদানন্দ ঘোষের	ডৈহাজানি	বাউথাজানি, আবড়া দৌলতপুর, সিংহের, সিমুলিয়া	সমান
„	শ্রীকণ্ঠ ঘোষের	উলাইল মিশ্রিগাতি	আবড়া	০
„	ভগিরথ ঘোষের বংশ জয়রাম ঘোষের	টেপরা	টেপরা আথৈদ, ভারড়া	সমান
„	ভগীরথের বংশ দুর্গাপ্রসাদ মহলানবিশের	উলাইল	০	সমান
ঘোষ বংশ	ভগীরথের বংশ মাধবাদি পঞ্চ ভ্রাতা	হাসমপুর	হাসমপুর	সমীকরণ
„	ঐ বংশ রাজারাম ঘোষের	চক	০	সমান

গুহ বংশ	নীলাম্বর গুহের	মাসতারা মজলিশপুর	শ্রীবাড়ী, মজলিশপুর, ভারড়া, এলাসিন	সমান
„	বিন গুহের	শিমুলিয়া	শিমুলিয়া	সমান

বংশ	যাহার ধারা	পূর্ব্ব নিবাস	বর্ত্তমান নিবাস	সমীকরণ
,,	কৃষ্ণ গুহের পুত্র পশুপতি গুহের	ধুলট্ট	ধুলট্ট, ছলি	সমান
,,	আস গুহের বংশ	আঘৈদ	আঘৈদ	সমান

———

বসু বংশের বংশাবলী।

দশরথ বসু
২।
পরম বসু
বঙ্গে বাস
কৃষ্ণ বসু
দক্ষিণ রাঢ়ে বাবে
৩।
লক্ষ্মণ বসু
৩।
পূষণ বসু
৩।
ভব বসু
৪।
দিবাকর বসু
৪।
হংস বসু
৫।
বাগভট বসু
৫।
শুক্তি বসু
৫।
মুক্তি বসু
৫।
অলঙ্কার বসু
পুনঃ বঙ্গে বাস
৬।
উদন বসু
৬।
দণ্ডপানি বসু
৬।
তমোপহ বসু
৬।
বিভাকর বসু
৬।
মধু বসু
৭।
অহর্পতি বসু
৭।
শোভা বসু
৭।
গুণাকর বসু
৮।
সঞ্জয় বসু
৮।
রাঘব বসু
৮।
বণমালী বসু
৮।
পুব বসু
৮
অনন্ত বসু
৮।
উদয় বসু
৯।
চাই বসু
৯
মধুসুদন বসু
১০।
বিবর্ত্তন বসু
১১।
বোক বসু
১২।
গোবিন্দ বসু
১। ১৩। ২। ১৩। ৩। ১৩। ৪। ১৩। ৫। ১৩। ৬। ১৩। ৭। ১৩। ৮। ১৩।
উৎসাবরবসু বলাইবসু নিনবসু বৎসবসু গুণাবরবসু ভূধরবসু পৃথ্বীধরবসু রাঘববসু

১৩।

পৃথ্বীধর বসু।

১৪।	১৪।	১৪।	১৪।	১৪।	১৪।	১৪।	১৪।	১৪।	১৪।	১৪।	১৪।	১৪।
দেবীবব	হয	কংশাবী	গোপীনাথ	সনাতন	বিশ্বম্ভব	মহানন্দ	দোকড়ী	পবম শিব	নিত্যানন্দ	শতানন্দ	গোবী	মাযাধব

১৪। চণ্ডীবব (চতুর্দ্দশপুত্র)

দেবীববোহয়ঃ কংশাবি র্গোপীনাথঃ সনাতনো বিশ্বম্ভবো মহানন্দো
দোকড়ীঃ পবমশিবঃ। নিত্যানন্দঃ শতানন্দো গোবী মাযাধব স্তথা।
পৃথ্বীধববসুপুত্রশ্চণ্ডীববশ্চতুর্দ্দশ ॥

বিশ্বম্ভব এর পুত্রগণ:

১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
হবি (হরিহব)	প্রভাকব	শ্রীধব	দনুজাবি	শ্রীকান্ত	নবসিংহ	ভুবননন্দন	লোচনানন্দ	মহানন্দ	গঙ্গাধব	সৃষ্টিধব (একাদশপুত্র)

হবিঃ প্রভাকবশ্চৈব শ্রীধবোদনুজাবিকঃ।
শ্রীকান্তোনবসিংহশ্চ ভুবনন্দন স্তথথা ॥
লোচনশ্চসদানন্দো গঙ্গা সৃষ্টিধবস্তথা।
বিশ্বম্ভরবসুপুত্রাইমে একাদশ স্মৃতাঃ ॥
(প্রভাকরাদয়শ্চৈব পঙ্কেতে শ্রেষ্ঠতাংগতাঃ ॥)

১৫।
প্রভাকর বসু।
বল্লভ বসু
বামানন্দ বসু
ইনি বাজুতে আসিয়া খলশীর শ্রীবৎ বাহার কন্যা বিবাহ করিয়া বিক্রমপুরে
স্থাপিত হন।
১। ১৭।
বতিনাথ বসু
(বতিবাম বসু)
২। ১৭।
জয়কৃষ্ণবসু
৩। ১৭।
শ্যামবাম বস

১৭।
রতিনাথ বসু।

- ১৮। বাধাকান্ত বসু
  - ১৯। বামজীবন বসু
  - ১৯। কৃষ্ণজীবন বসু
    - ১৯। রঘুনাথবসু (বংশনাই)
    - ২০। রাজবল্লভবসু (বংশনাই)
    - ২০। প্রতাপনারায়ণবসু (ক)
      - ২১। বংশীবদন বসু (বংশনাই)
      - ২১। মুরারিধর বসু (বংশনাই)
      - ২১। রামবসু (হরিনারায়ণ)
        - ২২। হরিচরণ বসু
          - ২৩ অভয়াচরণ বসু (ললিতমোহন বসু)
          - ২৩ শ্যামাচরণ বসু
      - ২১। ইন্দ্রনারায়ণ বসু (বংশনাই)
      - ২১। রামলোচন বসু (বংশনাই)
      - ২১। রবিলোচন বসু (বংশনাই)
      - ২১। পদ্মলোচন বসু (বংশনাই
    - ২০। উদয়নারায়ণবসু (ক)
      - ২১। বামনারায়ণ বসু
        - ২১। বামকমল বসু
          - ২৩। মাধবলাল বসু
            - যশোদালাল বসু
          - ২৩। গোবিন্দলাল বসু
    - ২০। নীলকণ্ঠবসু (বংশনাই)
    - ২০। রাঘববসু (বংশনাই)
  - বিষ্ণুবাম বসু
- ১৮। লক্ষ্মীকান্ত বসু

(ক) প্রতাপনারায়ণ বসু ও উদয়নারায়ণ বসুর ধারা আবরা দৌলতপুর বাস করিতেছেন।

বিষ্ণুরাম বসু
| ২০ ।
রামচন্দ্র বসু

| ২১ । রাজেন্দ্র বসু
| ২১ । কালীকাপ্রসাদ বসু
| ২১ । গৌরীপ্রসাদ বসু
| ২২ । দুর্গাপ্রসাদ বসু
| ২৩ । তারাপ্রসাদ বসু (কৈলাশচন্দ্র বসু) দত্তক।
| ২১ । দেবীপ্রসাদ বসু
| ২১ । গুরুপ্রসাদ বসু
কাশীপ্রসাদ বসু
অম্বিকাপ্রসাদ বসু (বংশ নাই)
| ২১ গোপালপ্রসাদ বসু (বংশ নাই)

কালীকাপ্রসাদ বসু:

| ২২ । কৃষ্ণপ্রসাদ বসু
| ২৩ । হরচন্দ্র বসু (বেণীপ্রসাদ বসু)
| ২৪ । হরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

| ২২ । গোবিন্দপ্রসাদবসু
| ২৩ । হরিপ্রসাদ বসু
রমণীপ্রসাদ বসু (জাতিভ্রষ্ট ও পরে অনুদ্দিশ্য)

| ২২ । চৈতন্যপ্রসাদ বসু
| ২৩ । দিগিন্দ্রপ্রসাদ বসু
| ২৪ । যোগীন্দ্রপ্রসাদ বসু (পাঁচকড়ী বসু)

হরিপ্রসাদ বসু:

| ২৪ । ১। রজনীপ্রসাদ বসু
| ২৪ । ২। অন্নদাপ্রসাদ বসু
| ২৪ । ৩। যাদবপ্রসাদ বসু
| ২৪ । ৪। মাধবপ্রসাদ বসু
| ২৪ । ৫।

১৮।
লক্ষ্মীকান্ত বসু।

১৯। বলরাম বসু
১৯। রামবল্লভ বসু
১৯। জানকিবল্লভ বসু

২০, দুর্গারাম বসু (বিঃ অঃ বাঙ্গল্যা) ঘোষ
২০, শুকদেব বসু
২০, নন্দরাম বসু

২১। মুলুকচন্দ্র বসু
২১। শ্যামাচরণ বসু
২২। পার্ব্বতীচরণ বসু

২২। গোকুলচন্দ্র বসু (বংশ নাই)
২২। ঘোশালচন্দ্রবসু
২২। চণ্ডীপ্রসাদ (বংশ নাই)

২১। রামদেব বসু
২১। জয়দেব বসু (ক)
২১। মহাদেব বসু
২১। কৃষ্ণদেব বসু (ক)

২২। শ্যামাচরণবসু
২২। গঙ্গাপ্রসাদবসু
২২। রামলোচনবসু
২৩। রাজীবলোচন বসু

২২। জগজ্জীবন বসু
২২। অন্য ছয় পুত্র বংশহীন
২২। ব্রজমোন বসু
২২। রামমোহন বসু
২২। জগমোহন বসু
২২ গৌর মোহনব (বংশ নাই)

২৩। প্রাণনাথ বসু
২৩। গয়ানাথ বসু
২৩। উমানাথ বসু
২৩। রমণীমোহন বসু

২৪। মনোমথ বসু
২৪। ভবনীমোহন বসু
২৫। যতীন্দ্রমোহন বসু

২৪। হরেন্দ্রনারায়ণ বসু
২৪। মহেন্দ্রনারায়ণ বসু
২৪। ভবেন্দ্রনারায়ণ বসু

* * *

* * *

২৩। আনন্দমোহন বসু — ২৪। শারদামোহন বসু
২৩। রাধামোহন বসু — ২৪। যদুমোহন বসু, ২৪ শশিমোহনব (অভাব)
২৩। কৃষ্ণমোহন বসু
২৩ ব্রজমোহনবসু

(ক) জয়দেব বসু ও কৃষ্ণদেব বসু এই দুই ভ্রাতা কেদারপুর আগত তৎপর বিজয়রাম বসু ও কেদারপুর আগত।

(ক) সদাশিব বসু ও মাধব বসু এই দুই ভ্রাতা নারান্দীয়া আগত হইয়াছেন।

১৯।

(ক) হৃদযরাম বসু ও বিজযরাম বসু এই দুই ভ্রাতা দাণ্যা আগত পরে বিজয রাম বসু কেদারপুর যাইয়া বাস করেন। তাহার সন্তানগণ কেদারপুর আছেন।

জয়কৃষ্ণ বসু
(ক) ১৮।
প্রাণবল্লভ বসু
১৯। কামদেব বসু
১৯। শিবরাম বসু
২০। নয়ণকৃষ্ণ বসু
২০। গদাধর বসু
২১। আনন্দরাম বসু
২২। কমলাকান্ত বসু
২৩। হরকান্ত
২৩। রুদ্রকান্ত
২৩। চন্দ্রকান্ত
২৩। নীলকান্ত
২৩। করুণাকান্ত
২৪। নলিনীকান্ত বসু
২৪। কুমুদিনীকান্ত (নিশিকান্ত বসু)
২৪। সরোজিনীকান্ত বসু
২৪। যামিনীকান্ত বসু
২৪। বরদাকান্ত
রমনীকান্ত বসু
২১। কৃষ্ণকান্ত বসু
২১। গঙ্গারাম বসু
২১। রামশঙ্কর বসু
২১। পণ্ডিতরাম বসু
২২। লোকনাথ বসু
২৩। হরিনাথ বসু
২৩। শুকনাথ বসু
২২। রঘুনাথ বসু
২২। শম্ভুনাথ বসু
২২। কৃষ্ণনাথ বসু
২২। বৈদ্যনাথবসু
২৩। হরচন্দ্র বসু
২৩। শিবনাথ বসু
২৪। * গয়ানাথ বসু
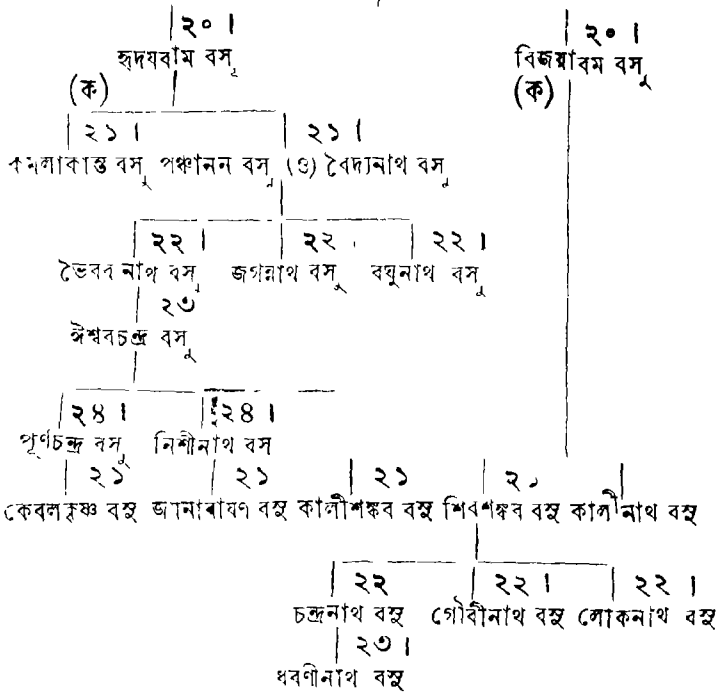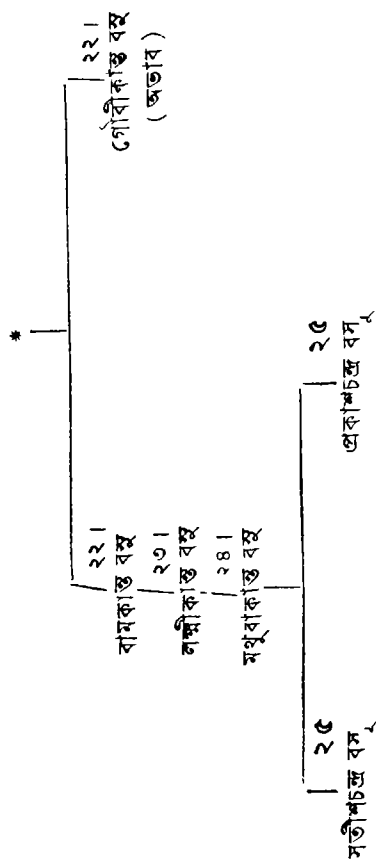
(ক) জয়কৃষ্ণ বসুর পুত্র অথবা পৌত্রকে অন্তলা বেটথৈরের গুহ বংশীয় কোন ব্যক্তি পরগণে বড় বাজুব অন্তর্গত বীববহুড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম তালুক দিয়া বীববহুড়িয়া গ্রামে বিষ্ণুপুর হইতে আনিয়া স্থাপিত করেন। উক্ত বীরবহুড়িয়া নদী ভগ্ন হওয়ায় তাহাব বংশধবগণ ক্রমশ স্থানান্তরিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কমলাকান্ত বসুর সন্তানগণ ভাদডা গ্রামে আছেন, যুগল কিশোব বসুর সন্তান মাইলজানি, লক্ষ্মীকান্ত বসুব সন্তান পোড়াবাড়ী গঙ্গাবাম বসুব সন্তান আলীপুব ; বামশঙ্কব বসুব সন্তান শৈলেরকান্দা ; শম্ভুনাথ বসুর সন্তান শিহরাইল গ্রামে আছেন।
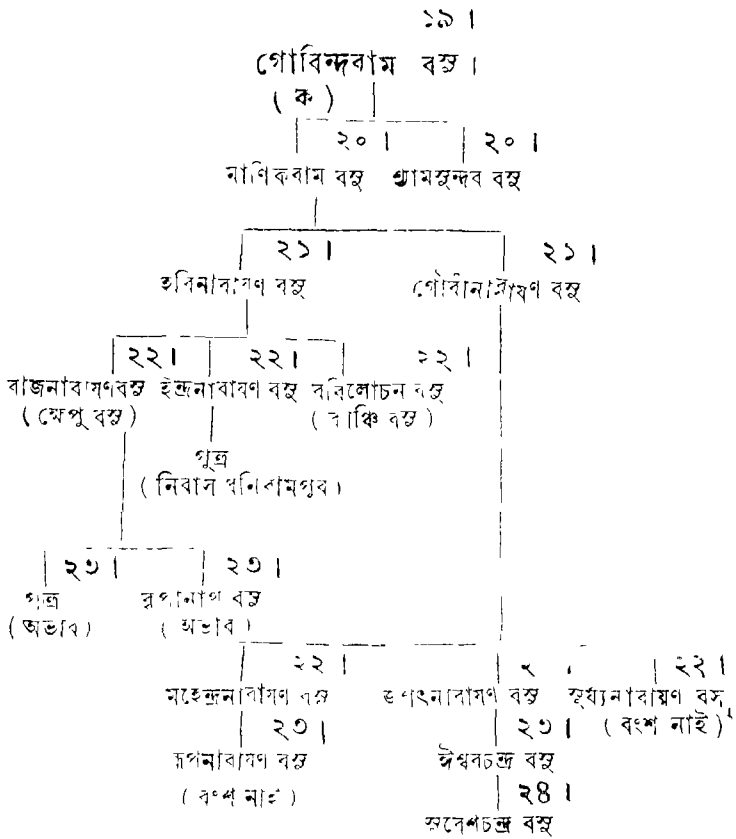
(ক) গোবিন্দরাম বসু বিষ্ণুপুর হইতে কাগমারির জমিদার কর্ত্তৃক ভোহাজানি স্থাপিত হন। পরে নদী ভগ্নে বিন্নাফৈর বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। বোধ হয় ইনি শ্যামরাম বসুর (১৭) পৌত্র হইবেন। ইহার পিতা ও পিতামহের নাম অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।
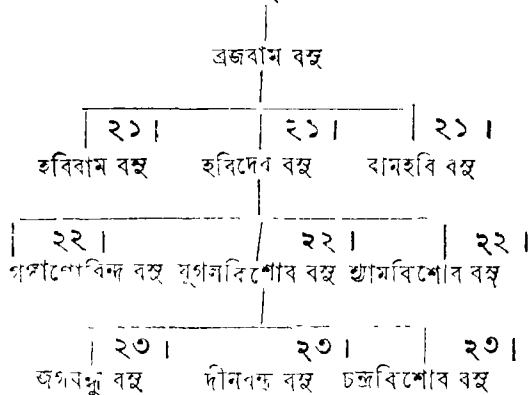
(খ) গোকুলচন্দ্র বসু বোধ হয় জয়কৃষ্ণ বসুর (১৭) পৌত্র ও প্রাণবল্লভ বসুর পুত্র হইবেন। ইহার পিতা ও পিতামহের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইনি বীরবহুড়িয়া গ্রামে স্থাপিত বসু বংশের—মধ্য ভাগে ইহার প্রপৌত্র যুগলকিশোর বসু (২২) মাইলজানি আসিয়া বসত করেন।

১৪। গোপীনাথ বসু

১৫। বাসুদেব বসু | ১৫। রামানন্দ বসু | ১৫। জগদানন্দ বসু | ১৫। জ্ঞানানন্দ বসু | ১৫। ভবানন্দ বসু | ১৫। কৃষ্ণানন্দ বসু | ১৫। বিদ্যানন্দ বসু

"বাসুদেবো রামানন্দো জগদানন্দএবচ।
জ্ঞানান্দো ভবানন্দঃ কৃষ্ণানন্দস্তথৈবচ ॥
বিদ্যানন্দশ্চ সপ্তৈতে গোপীনাথ বসোঃ সুতাঃ ।",

(জগদানন্দ বসু)

১৬। চৈতন্যদাস বসু | ১৬। জানকীনাথ বসু | ১৬। জীবনাথ বসু | ১৬। রঘুনাথ বসু | ১৬। রমানাথ বসু

(চৈতন্যদাস বসু)

১৭। হরিদাস বসু — ১৮। রবিদাস বসু

১৭। হৃষিকেশ বসু — (ক) ১৮। বলরাম বসু

(বলরাম বসু)

১৯। কৃষ্ণানন্দ বসু — ২০। মুক্তারাম বসু **

১৯। প্রাণবল্লভ বসু

(ক) হৃষিকেশ বসু খলশীর কাশীনাথ রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া খলশী গ্রামে স্থাপিত হন। তাহার বংশধরগণ ঐ খলশী গ্রামেই বাস করিতেছেন।

১৯। প্রাণবল্লভ বসু

- ২০। মুচিরাম বসু
  - ২১। মনোহর বসু
    - ২২। নন্দকুমার বসু
      - ২৩। প্রাণনাথ বসু, ২৩। প্রসন্ননাথ বসু
    - ২২। কমলনারায়ণ বসু
      - ২৩। রাজেন্দ্রলাল বসু
        - ২৪। বঙ্কবিহারী বসু
          - ২৫। অক্ষয় কুমার বসু
      - ২৩। ধনঞ্জয় বসু
        - ২৪। গুরুগোবিন্দ বসু
- ২০। অযোধ্যারাম বসু
- ২০। বিজয়রাম বসু
  - ২১। রামেশ্বর বসু
    - ২২। বিশ্বেশ্বর বসু
      - ২৩। যশোমন্ত বসু
        - ২৪। চন্দ্রনাথ বসু
          - ২৫। হৃদয়নাথ বসু
            - ২৬। যাদবচন্দ্র বসু
            - ২৬। প্রিয়নাথ বসু
      - ২৩। নীলকণ্ঠ বসু
        - ২৪। চণ্ডীপ্রসাদ বসু
          - ২৫। রাধানাথ বসু
            - ২৬। হেমন্ত বসু
- ২০। রামচন্দ্র বসু
  - ২১। জগন্নাথ বসু
    - ২২। কাশীনাথ বসু (দত্তক)
      - ২৩। অভয়াচরণ বসু
        - ২৪। অমরচন্দ্র বসু
      - ২৩। বিপিনবিহারী বসু

* *

* ২১।

রামপ্রসাদ বসু

২২।

মোহন প্রসাদ বসু

২৩। গোবিন্দপ্রসাদ বসু

২৩। কৃষ্ণপ্রসাদ বসু

২৩। গোপালপ্রসাদ বসু

বসু রামানন্দের ধারা।
১৪।
গোপীনাথ বসু
১৫।
রামানন্দ বসু (ক)
১৬।
পূর্ণানন্দ বসু
১৬।
মাধবানন্দ বসু
১৬।
অচ্যুতানন্দ বসু
১৭।
দামোদর বসু
১৭।
কেশব বসু
১৭।
বাণিনাথ বসু
১৭।
মথুরানাথ বসু
১৭।
জানকীনাথ বসু
১৮।
রাজীবলোচন বসু
১৮।
রামচন্দ্র বসু
১৯।
হরিপ্রসাদ বসু
১৯।
হরিগোবিন্দ বসু
২০।
রামপ্রসাদ বসু
২০।
আনন্দরাম বসু
*

(ক) বসু রামানন্দ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসলীলা সময়ে সপরিবারে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য হইয়া মহন্ত উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার অভাবে তৎপুত্রগণ জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত পরগণে আটিয়ার কাচপাই গ্রামে আসিয়া বাস করেন পরে তৎবংশধরগণ সিংহবাগী গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন।

১৯। হরিপ্রসাদ বসু

২০। রামপ্রসাদ বসু — ২০। আনন্দরাম বসু

২১। কৃষ্ণপ্রসাদ বসু

২২। তিলককৃষ্ণ বসু — ২২। কীর্ত্তিনারায়ণ বসু

২৩। জয়নারায়ণ বসু — ২৩। নবকিশোর বসু — ২৩। রাজকিশোর বসু

২৪। দীনবন্ধু বসু — ২৪। সূর্য্যনারায়ণ বসু — ২৪। শ্যামকিশোর বসু

২৫। যাদবনারায়ণ বসু — ২৫। নীলমাধব বসু

২৫। অনাথবন্ধু বসু — গুরুনারায়ণবসু

১৯। হরিগোবিন্দ বসু

২০। শ্রীকৃষ্ণ বসু — ২০। রামজগন্নাথ বসু — ২০। প্রাণবল্লভ বসু — ২০। শ্যামসুন্দর বসু

২১। রামকৃষ্ণ বসু — ২১। গোপালচন্দ্র বসু — ২১। কৃষ্ণবল্লভ বসু

২২। রাজবল্লভ বসু — ২২। যোগলকৃষ্ণ বসু — ২২। গঙ্গাপ্রসাদ বসু

২৩। জগবন্ধু বসু — ২৩। ব্রজরাজ বসু

২৪। আনন্দবন্ধু বসু — ২৪। গোবিন্দবন্ধু বসু

২৫। সনৎকুমার বসু — ২৫। ইন্দুকুমার বসু — ২৫। নলিনীকুমার বসু — ২৫। নীরদকুমার বসু

বৎস বসু।

১। ভাস্কর বসু ২। রামচন্দ্র বসু ৩। দুর্গাবর বসু ৪। রাঘব বসু ৫। মহেশ্বর বসু ৬। শ্রীনিধি বসু ৭। চণ্ডীবর বসু ৮। শ্রীনিবাস বসু

৯। সুরেশ্বর বসু ১০। সর্ব্বানন্দ বসু ১১। বিষ্ণু বসু

১২। পরাশর বসু

ভাস্করো রাঘবো রামো দুর্গাবরো মহেশ্বরঃ।
শ্রীনিধি শ্রীনিবাসশ্চ চণ্ডীবরঃ সুরেশ্বরঃ॥
সর্ব্বানন্দো বিষ্ণুশ্চ পরাশর বসুস্তথা।
এতে দ্বাদশ বিখ্যাতা বৎস বসু সমুদ্ভবাঃ॥

১৫। ১। বাসুদেব বসু — ১৬। অনন্তরাম বসু

১৫। ২। বিশ্বম্ভর বসু

১৫। ৩। নরসিংহ বসু

১৬ ১। জানকীনাথ বসু ১৬ ২। বিদ্যানিধি বসু ১৬ ৩। পদ্মনাভ বসু ১৬

১৬ ১। নারায়ণ বসু ১৬ ২। জগদীশ বসু ১৬ ৩। পুণ্ডরীকাক্ষ বসু ১৬ ৪। গদাধর বসু

পুণ্ডরীকাক্ষ বসু খনদীর রাজার কন্যা বিবাহ করিয়া মালখানগর হইতে চকে স্থাপিত হন।

* *

**
১৭
গঙ্গারাম বসু
১। ১৮।
চিন্তামণি বসু
২। ১৮।
জন্মেজয় বসু
১৯।
১। কীর্ত্তিরাম বসু
১৯।
২। বংশীধর বসু
২০।
১। বিজয়কৃষ্ণ বসু
২০।
২। রামকৃষ্ণ বসু
(গনকপাড়া
শিমুলিয়া বাস)
২১।
১। গৌরীপ্রসাদ বসু
২১।
২। শিবপ্রসাদ বসু
২২।
চণ্ডীপ্রসাদ বসু
২৩।
জগন্নাথ বসু
২৪।
কালীপ্রসাদ বসু
২৫।
দত্তক পুত্র
শ্যামাপ্রসাদ বসু

- ২০। রামকৃষ্ণ বসু
  - (ক) ১। রামকৃষ্ণ বসু (২১।)
    - প্রাণকৃষ্ণ বসু (২২।)
      - জীবনকৃষ্ণ বসু (২৩।)
        - যুগলকৃষ্ণ বসু (২৪।)
          - ১। চৈতন্যকৃষ্ণ বসু (ভাদড়াবাস) (২৫।)
            - ১। গোপীকৃষ্ণ বসু (২৬।)
            - ২। নবকৃষ্ণ বসু (২৬।)
              - গোপালকৃষ্ণ বসু
            - ৩। ললিতচন্দ্র বসু (২৬।)
            - ৪। রজনীকৃষ্ণ বসু (২৬।) *
          - ২। উদয়কৃষ্ণ বসু (নবাদ্বীয়াবাস) (২৫।)
            - অভয়কৃষ্ণ বসু
          - ৩। নিতাইকৃষ্ণ বসু (নার্চ্চি) (২৫।)
            - দীননাথ বসু (২৬।)
  - ২। গৌরকৃষ্ণ বসু (২১।)
  - ৩। বিনোদকৃষ্ণ বসু (২১।)
  - (খ) ৪। সুন্দরকৃষ্ণ বসু (২১।)
    - শ্রীকৃষ্ণ বসু (২২।)
      - কৃষ্ণচরণ বসু (২৩।)
        - ১। কৃষ্ণগোবিন্দ বসু (২৪।)
          - ১। রামগোবিন্দ বসু (২৫।) *
        - ২। রাধাগোবিন্দ বসু (২৪।)
          - ১। রামগোবিন্দ বসু (২৫।)
          - ২। শ্যামগোবিন্দ বসু (২৫।)
            - হরিসুন্দর বসু (২৬।)
              - ১। করুণাসুন্দর বসু (২৭।)
              - ২। কৃপাসুন্দর বসু (২৭।)
              - ৩। দয়াসুন্দর বসু (২৭।)
          - ৩। ব্রজগোবিন্দ বসু (২৫।)
    - পুণ্ডরীকাক্ষ বসু (২২।)
      - রতনকৃষ্ণ
      - ব্রজদুলাল

* *

১। বিজয়কৃষ্ণ ২৭। ২। জগৎকৃষ্ণ ২৭। ৩। বিনোদকৃষ্ণ ২৭।

১। হরিগোবিন্দ বসু ২৮। — গোবিন্দলাল বসু ২৭।

২। হরিদয়াল বসু ২৮। — নিতাইদয়াল বসু ২৭।

৩। হরিকুমার বসু ২৮।

১। অনাথবন্ধু বসু ২৭। ২। যোগীন্দ্রনাথ বসু ২৭। ৩। সুরেন্দ্রকুমার বসু ২৭।

৮।

পুববসু (প্রকাশ)

পুবেন্দ্রনারাযণ রায়

৯। ১ ভাই বসু ৯। ২। হংস বসু ৯। ৩। শ্রীকণ্ঠ বসু ৯। ৪। গোপাল বসু ৯। ৫। বিন বসু ৯। ৬। নাক বসু

হাসো ভাইঃ শ্রীকণ্ঠশ্চ গোপালো বীনঃগাইকঃ।

এতে ষটচ পুব পুত্রা উত্তমো মধ্যমোধমঃ।।

এতেষাং মধ্যে ভাই বসু মহৎ কুলঃ।

(ভাই বসু)

১০। ১। শূব বসু ১০। ২। নাক বসু

(নাক বসু)

১১। ১। গদাধব বসু ১১। ২। বিষ্ণু বসু ১১। ৩। শ্রীধব বসু ১১। ৪। কন্দর্প বসু ১১। ৫। চক্রপাণি বসু ১১। ৬। শৌরি বসু ১১। ৭। জগন্নাথ বসু

(কন্দর্প বসু)

১২। মার্কণ্ডেয় বসু

১৩। উষাপতি বসু

১৪। বলভদ্র বসু

|

** ১৫।
রাজা পরমানন্দ রায় (চন্দ্রদ্বীপাধিপতি)
(দ্বিতীয় নাম)
শিবানন্দ রায়

১৬। জগন্নাথ বসু (খ্যাত) জগদানন্দ রায়
১৬। যাদবচন্দ্র বসু (খ্যাত) হরিনাথ রায়
১৬। নন্দন বসু (খ্যাত) লক্ষ্মীনাথ রায়
১৬। রামচন্দ্র বসু (খ্যাত) রাঘবানন্দ রায় *
১৬। রঘুনন্দন রায় (খ্যাত) রাম রাম বসু ঠাকুর †

রাঘবানন্দ রায়ের পুত্র:
১৭। গোপীরমণ রায়, ১৭। গোবিন্দচন্দ্র রায়, ১৭। গোপালনারায়ণ রায়, কমলনারায়ণ রায়

---

* ইনি চন্দ্রাদ্বিপান্তর্গত কচুয়া গ্রামের রাজধানি হইতে পরগণে কলুবের অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর যাইয়া বাস করেন। ঐ স্থল ভগ্ন হওয়ায় তাঁহার বংশধরেরা স্থানান্তরিত হইয়া মালুড়ি আসিয়া বাস করেন।

† ইহার বংশধরেরা জেলা বরিশালের অন্তর্গত দেহর সাতি, বৈকন্দ্র, দিবাইসারি, রামচন্দ্র পুর, জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত বাজিতপুর, সঙ্গিষার কুল ও ময়মনসিংহের অন্তর্গত পরগণে কাগমারির অন্তঃপাতী অলওয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

(৬৫)

১৭।
গোপারমণ রায
১৮।
কন্দর্পনারায়ণ বায়
১৯।
প্রাণকৃষ্ণ রায
১৯
শুকদেব রায়
১৯।
রামশরণ রায়
২০।
বিনোদরাম রায়
২১।
রামমোহন রায়
২১।
জগমোহন রায়
২১।
গৌরমোহন রায়
ব্রজমোহন রায়
২২।
কালীনাথ রায়
২২।
রাজমোহন রায়
২৩।
গোবিন্দদাস রায়
২৩।
প্রসন্ননাথ যরা
দত্তক

১৭।
গোবিন্দচন্দ্রবসু রায়
১৮।
বলরাম বসু রায়
১৯।
অভিরাম রায়
১৯।
কৃষ্ণরাম রায়
১৯।
শ্যামরাম রায়
১৯।
মুক্তারাম রায়
২০।
বীরনারায়ণ রায়
২০।
নন্দরাম রায়
২১।
রামপ্রসাদ রায়
২১।
রামকান্ত রায়
২১।
রাধাকান্ত রায়
২২।
দুর্গাপ্রসাদ রায়
২২।
প্রসাদ রায়
২২।
রাধামাধব রায়
২৩।
চণ্ডীপ্রসাদ রায়
২৩।
রামগোপাল রায়
২৪।
গঙ্গাধর রায়
২৪।
মহেশচন্দ্র রায়
২৫।
ধরণীধর রায়
**
**

২৩। ব্রজদুলাল রায়
২৩। দুর্লভ রায়
২৩। নীলকমল রায়
২৪। চন্দ্রদুলাল রায় (দ্বিতীয় নাম) গুরুদাস রায়
২৪। হরিদাস রায়।
২৫। কালিদাস রায়
২৫। সতীশচন্দ্র রায়
২২। রামকিশোর রায়
২২। কমলাকান্ত রায়
২২। রাজকিশোর রায়
২২। অটল রায়
২৩। উদয়চন্দ্র রায়
২৪। ঈশ্বরচন্দ্র রায়
২৪। রাজচন্দ্র রায়
২৫। রমেশচন্দ্র রায় (২য় নাম) জলেশ্বর রায়
২৫। অবিনাশচন্দ্র রায় (২য় নাম) ত্রিভুবনেশ্বর রায়

১৯।
শ্যামরাম রায়
২০।
গোবিন্দচরণ রায়
২১
হরিনাথ রায়
২১।
রূপনারায়ণ রায়
২২।
ফকিরচন্দ্র রায়
২২।
লক্ষ্মীকান্ত রায়
২২।
গোপীনাথ রায়
২২।
বৈদ্যনাথ রায়
২২।
কালীনাথ রায়
২৩
কালীকান্ত রায়
২৩
কমলাকান্ত রায়
২৪
জগবন্ধু রায়, দ্বিতিয় নাম—
দুর্গাকান্ত রায়

১৭। গোপালনারায়ণ রায়।
১৮। রাজীবলোচন রায়
১৯। রঘুনাথ রায়
১৯। অনন্তরাম রায়
১৯। প্রাণনাথ রায়
১৯। ভবানীচরণ রায়
১৯। রামজীবন রায়
২০। রুদ্রনাথ রায়
২১। সর্ব্বেশ্বর রায়
২০। যাদব রায়
২১। মহাদেব রায়
২২। হৃদয়রাম রায়
২৩। রামকৃষ্ণ রায়
২৩। গঙ্গাচরণ রায়
২৪। রামগোবিন্দ রায়
২৪। কৃষ্ণগোবিন্দ রায়
২৪। গৌরগোবিন্দ রায়
২৪। গুরুচরণ রায়
২৪। রামচরণ রায়
২৪। কালীনাথ রায়
২৪। রাধাচরণ রায়

১৭।
কমলনারায়ণ রায়

১৮।
আত্মারাম রায়

১৯।
রঘুনাথ রায়

২০। জয়নারায়ণ রায় — ২০। রামনারায়ণ রায় — ২০ চন্দ্রনারায়ণ রায়

জয়নারায়ণ রায়: ২১। রাধাকৃষ্ণ রায় — ২১। মদনকৃষ্ণ রায় — ২১। ফকিরচন্দ্র রায় — ২১। নিমাইচন্দ্র রায়

রামনারায়ণ রায়: ২১। রাজনারায়ণ রায়

চন্দ্রনারায়ণ রায়: ২১। শম্ভুনাথ রায় — ২১। ভোলানাথ রায়

শম্ভুনাথ রায়: ২২। ভৈরবনাথ রায় — ২২। শিবনাথ রায়

ভৈরবনাথ রায়: ২৩। শ্যামাচরণ রায় — ২৩। চরণতারা রায় — ২৩। শারদাচরণ রায় — ২৩। বরদাচরণ রায়

ভোলানাথ রায়: ২২। তারকচন্দ্র রায় — ২২। নবীনচন্দ্র রায় — ২২। স্বরূপচন্দ্র রায় — ২২। জগচ্চন্দ্র রায় — ২২ দীপচন্দ্র রায়

তারকচন্দ্র রায়: ২৩। উমেশচন্দ্র রায় (দত্তক) ০

দীপচন্দ্র রায়: ২৩। আনন্দমোহন রায় ০ — ২৩। প্যারিমোহন রায় ০ — ২৩। মতিলাল রায় ০

- ১৯। অনন্তরাম রায়
  - ২০। বিষ্ণুরাম রায়
    - ২১। কেবলকৃষ্ণ রায়
      - ২২। উমাকান্ত রায়
        - ২৩। গঙ্গাদাস রায় •
    - ২১। গোপালকৃষ্ণ রায়
      - ২২। কৃষ্ণকান্ত রায়
        - ২৩। শ্যামকুমার রায়
  - ২০। বাণেশ্বর রায়
    - ২১। কৃষ্ণকান্ত রায়
    - ২১। রামকান্ত রায়
      - ২২। জগন্নাথ রায়
        - কালীনাথ রায় ০
  - ২০। হরিরায়
    - ২১। কালীকাপ্রসাদ রায়

- ২১। কৃষ্ণমোহন রায়
  - ২২। শিবচন্দ্র রায় •
  - ২২। ভগবানচন্দ্র রায় ০
  - ২২। ঈশানচন্দ্র রায় ০

- ২১। গৌরকিশোর রায়
  - ২২। ফেলু (২য় নাম) গোপালচন্দ্র রায়
    - ২৩। কৈলাশচন্দ্র রায়
  - ২২। কমলাকান্ত রায়
  - ২২। অভয়াচরণ রায়

দুর্গাদাস রায় ২৩।
ভবানীদাস রায় ২৪।
০
হারাণচন্দ্র (২য়) বিপ্রদাস রায় ২৩।
প্রাণনাথ রায় ১৯।
সন্তোষরাম রায় ২০।
হরিনাথ রায় ২০।
শ্যামসুন্দর রায় ২০।
উদয়নারায়ণ রায় ২০।
দেবীপ্রসাদ রায় ২১।
সদাশিব রায় ২১।
০
রামসুন্দর রায় ২২।
দিগিন্দ্রপ্রসাদ রায় ২৩।
কৃষ্ণসুন্দর রায় ২৩।
ব্রজসুন্দর রায় ২৩।
শ্যামসুন্দর রায় ২৩।
তারিণীচরণ রায় ২১।
লোকনাথ রায় ২১।
গঙ্গাগোবিন্দ ২১।

২২। শিবচরণ বায়
২৩। ভৈরবচন্দ্র বায়
২২। পঞ্চানন বায়
২৩। নবকিশোর বায়
২২। শ্রীধর বায়
২২। দেবীচরণ বায়
২৩। রামদয়াল বায়
২৩। দীনদয়াল বায়
২৩। গুরুদয়াল বায়
২৩। হরদয়াল বায়
২৩। কালাচান্দ বায় (২য়)
কৃষ্ণদয়াল বায়
২৪। সুধাংশুবিকাশ রায়
২৪। হেমাঙ্গসাগর বায়
২২। রামজয় বায়
২২। বিশ্বেশ্বর বায়
২২। গিরিধারী বায়
২২। প্রাণগোবিন্দ বায়
২৩। প্রাণকুমার বায়
২২। রাধাগোবিন্দ বায়
২২। জয়গোবিন্দ বায়

*

- ২৩। রাজকুমার বায
  - ২৪। রমণীমোহন বায
    - ০
- ২৩। ঈশ্বরকুমার বায
  - ২৪। বজনীমোহন বায
    - ০
  - ২৪। জ্ঞানেন্দ্রমোহন বায
    - ০
  - ২৪। সৌবিন্দ্রমোহন বায
    - ০
- ২৩। কৃষ্ণনাথ বায
- ২৩। অক্ষযকুমার রায
  - ২৪। দেবেন্দ্রমোহন রায
  - ২৪। মুনীন্দ্রমোহন বায

২২। বিশ্বেশ্বব রায

- ২৩। বাসবিহাবী বায
  - ২৪। কৈলাসমোহন বায
- ২৩। কালীকুমাব বায
  - ০
- ২৩। শিবকুমাব বায
  - ২৪। কিশোবীমোহন বায
- ২৩। ব্রজকুমাব বায
  - ২৪। বনওযাবী মোহন বায

২২। গিরিধারী রায়
২৩। সূর্য্যকুমার রায়
২৩। ইন্দ্রকুমার রায়
২৩। মুনীন্দ্রকুমার রায়
২৪। বেদারিমোহন রায়
২৪। মুনীন্দ্রমোহন রায়
২৪। দিনেশচন্দ্র রায়
২৪। ক্ষীরোদচন্দ্র রায়
২২। রাধাগোবিন্দ রায়
২৩। তারাকুমার রায়
২৩। জগৎকুমার রায়
২৪। যোগীন্দ্রমোহন রায়
২৪। উপেন্দ্রমোহন রায়
২৪। নগেন্দ্রমোহন রায়

- ২০। উদয়নারায়ণ রায়
  - ২১। রামচন্দ্র রায়
    - ২২। শম্ভুনাথ রায়
      - ২৩। হরিনাথ রায়
      - ২৩। চন্দ্রনাথ রায়
        - ২৪। মথুরানাথ রায়,
          - ২৫। মুকুন্দনাথ রায়
            - ২৬ বীরেন্দ্রনাথ রায়,
            - ২৬ নগেন্দ্রনাথ রায়
          - ২৫। তারকনাথ রায়
            - ২৬ দেবেন্দ্রনাথ রায়
            - ২৬ সুরেন্দ্রনাথ রায়
        - ২৪। তারানাথ রায়,
          - ২৫। দেবেন্দ্রনাথ রায়
          - ২৫। সুরেন্দ্রনাথ রায়
    - ২২। হরিশঙ্কর রায়
      - ২৩। তারিণীশঙ্কর রায়
        - ২৪। দুর্গাশঙ্কর রায়
        - ২৪। রামশঙ্কর রায়
        - ২৪। বোদা রায়
        - ২৪। কাশীনাথ রায়
        - ২৪। বাবকু রায়
      - ২৩। উমাশঙ্কর রায়
        - ২৪। কালীশঙ্কর রায়
        - ২৪। তারাশঙ্কর রায়
      - ২৩। ভবানীশঙ্কর রায়
        - ০
  - ২১। লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
  - ২১। মুচীরাম রায়
    - ২২। গুরুপ্রসাদ রায়
  - ২১। ধনীরাম রায়
  - ২১। নিধিরাম রায়
    - ০
  - ২১। দয়ারাম রায়
    - ০

২১।
ধনিরাম রায

২২। গঙ্গাপ্রসাদ রায, ২২। গোবিন্দ রায, ২২। বিষ্ণুপ্রসাদ রায, ২২। গোপালপ্রসাদ রায,

(২য)
জগবন্ধু রায,

২৩। আনন্দচন্দ্র রায়, ২৩। গোলোকচন্দ্র রায়, ২৩। মহেশচন্দ্র রায়,

২৪। উমেশচন্দ্র রায় ২৪। গিরিশচন্দ্র রায,

২৫। রসিকচন্দ্র রায, ২৫। ললিতচন্দ্র রায়,

—*—

১৯।
ভবানীচরণ রায

ইহাকে দক্ষিণ রাঢীয কাযস্থ বংশজাত তিল্লি গ্রামস্থ দত্ত রায়, কন্যা ও সম্পত্তি দান দিযা কেদারপুর গ্রামে স্থাপিত করেন।

২০। মনোহর রায, ২০। ষষ্টীনাথ রায, ২০। প্রাণকৃষ্ণ রায়, ২০ কালীনাথ রায়,

* * *

- ২১ । দয়ারাম রায়,
  - ২২ । রামধন রায়,
    - ২৩ । রাজমোহন রায়,
      - ২৪ । হরমোহন রায়,
      - ২৪ । তারামোহন রায়,
    - ২৩ । আনন্দমোহন রায়,
      - ২৪ । রজনীমোহন রায়,
    - ২৩ । চন্দ্রমোহন রায়,
      - ২৪ । গোবিন্দমোহন রায়,
    - ২৩ । কালীমোহন রায়,
      - ২৪ । প্যারিমোহন রায়
      - ২৪ । মনোমোহন রায়
    - ২৩ । নীলমোহন রায়,
      - ২৩ । বসন্তমোহন রায়,

২০।
ষষ্ঠীনাথ রায
২১।
কৃষ্ণনাথ রায
২২।
ভবানীমোহন রায
২২।
রাধামোহন রায
২২।
রামমোহন রায়।
২৩।
রামকুমার রায
২২।
ব্রজকুমার রায
২২।
কৃষ্ণকুমার রায়
২০।
প্রাণকৃষ্ণ রায
২১।
মুকুন্দরাম রায
২১।
গোবিন্দরাম রায
২২।
জগন্নাথ রায
২২।
গোবীনাথ রায
হরিনাথ রায়
২৩।
ভৈরবনাথ রায
২৩।
গুরুচরণ রায়,
২৩।
অভয়াচরণ রায,
২৪।
বৈকুণ্ঠনাথ রায
(২য)
বামাচরণ রায
২৪।
কেদার নাথ রায
২৪।
উমানাথ রায়
২৩।
রাজচন্দ্র রায
২৩
কালীচন্দ্র রায়
২৪।
মহিমচন্দ্র রায
২৪।
মহেশচন্দ্র রায
২৪।
গুরুচরণ রায়

সমাপ্তোঽয়ং প্রথমভাগঃ।

চারু যন্ত্রে ম্যানেজার—শ্রীউমাকান্ত রক্ষিত দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।